ব্যর্থ হলো জাদুর আঘাত

শহীদ সিরাজী

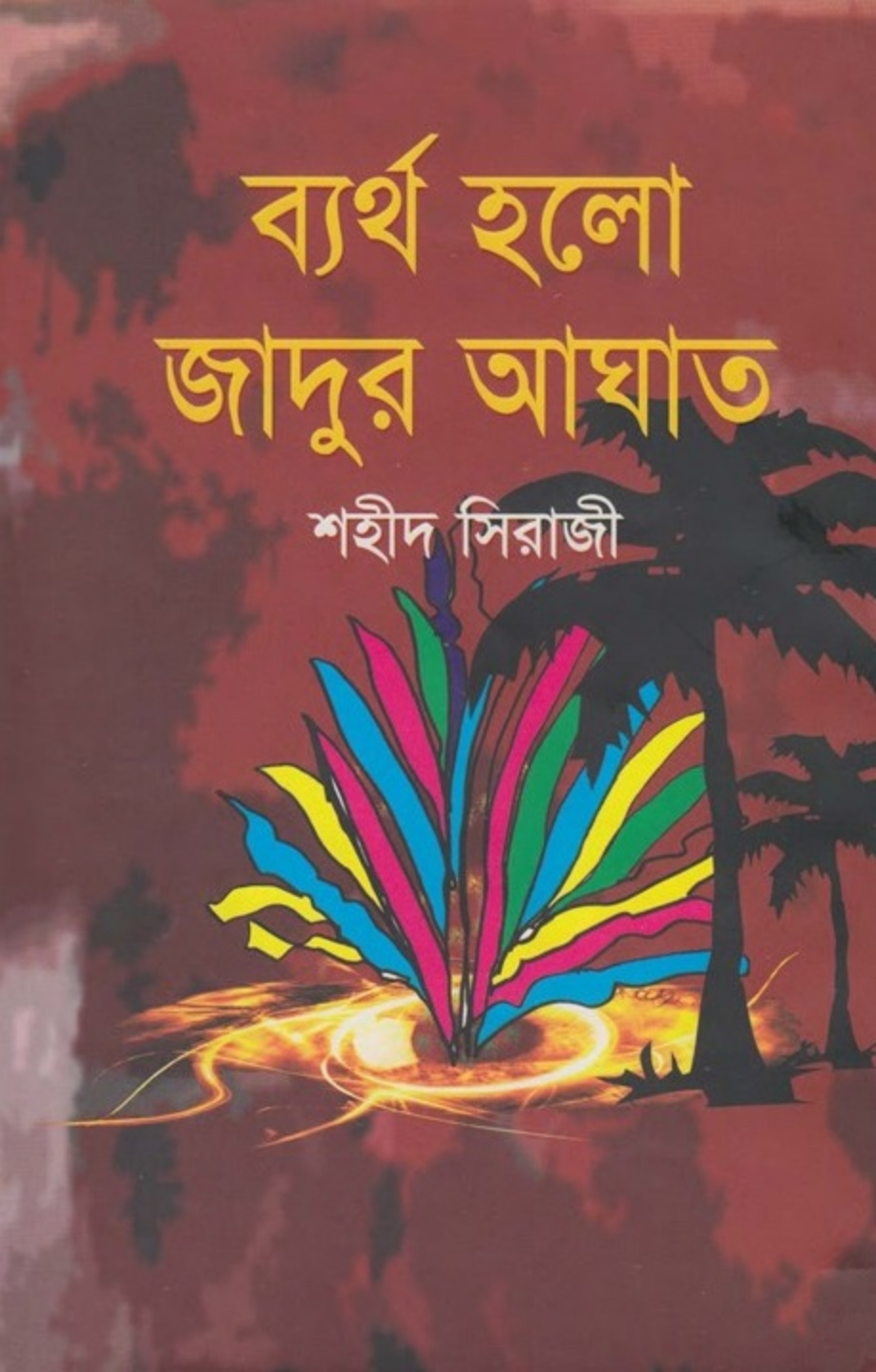

ব্যর্থ হলো জাদুর আঘাত

শহীদ সিরাজী

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

ব্যর্থ হলো জাদুর আঘাত

শহীদ সিরাজী

প্রকাশক
এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল
জানুয়ারি- ২০১৩

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ
নিয়ন

মূল্য ঃ ১২০/- টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১৬৩৮৮৫

Bartho Holo Jadur Aghat Written by **Shahid Siraji** Published by S.M. Raisuddin, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. Niaz Mangil, 922 Jubilee Road, Chittagong and 125, Motijheel Commercial Area, Motijheel, Dhaka-1000
Price : 120.00 Only. US$. 5.00 ISBN- 984-70241-0057-3

www.pathagar.com

সালওয়া
তাকওয়া
নাফিস
নাঈম
ও
তোমাদেরকে
যারা সবার আগে
নিজকে গড়তে চাও

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

১ নিরন্তর নিসর্গে তুমি
২ গল্প হলেও গল্প নয়
৩ তবুও ঘুমিয়ে আছি
৪ এক হাতে যদি চাঁদ এনে দাও...!
৫ বাকুম বাকুম
৬ তোমার তুলনা তুমি

এছাড়াও শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ঃ

১. জীবন গড়ার গল্প
২. ছড়া পড়ো জীবন গড়ো
৩. আলোর শিশুরা
৪. দেশের কবিতা সময়ের কবিতা
৫. খোশবু এলো কোথা থেকে
৬. গল্প পড়ো জীবন গড়ো
৭. টুকরো হলো চাঁদ আকাশের
৮. কেমন ছিলেন খোদার রাসূল (স)

www.pathagar.com

লেখকের কথা

'ব্যর্থ হলো জাদুর আঘাত' শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা রাসূলের জীবনের খণ্ড চিত্রের গল্পকথা। আজকে যারা শিশু–কিশোর আগামী দিনে তারাই দেশের নাগরিক হবে।

তারাই দেশ পরিচালনা করবে। তাই তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে সুনাগরিক হিসেবে। আজকে সকলের প্রশ্ন, কীভাবে তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবেও ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যায় ?

সমাজের সবখানে আজ অবক্ষয়ের জোয়ার। এ অবক্ষয়ের মোহনায় দাঁড়িয়ে সকল বাবা-মা শিশু কিশোরদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। সকলে ভাবছে এ অবস্থা থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসা যায় ?

আজকাল প্রতিদিনই শিশু-কিশোরদের জন্যে বের হচ্ছে কবিতা-ছড়া-গল্পের বই।

হাট্‌টিমা টিম টিম বা আগড়ুম বাগড়ুম ছড়া পড়ে কিংবা ভুত-পেতনির গল্প পড়ে শিশু কিশোরেরা কী শিখছে ? এসব অর্থহীন ছড়া, কবিতা কিংবা গল্প পড়ে তারা না পাচ্ছে কোন সঠিক তথ্য আর না অর্জন করছে কোন জ্ঞান। অথচ রাসূলের জীবনীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কত না সুন্দর সুন্দর সত্য গল্প কাহিনী। সবার আগে এগুলো জানা দরকার। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে চেনা দরকার। নৈতিক শিক্ষা অর্জন করা দরকার। ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে শিক্ষা নেয়া দরকার। এগুলো যদি গল্পের মত করে কোমল মতি শিশু-কিশোরদের হাতে তুলে দেয়া যায় তাহলে তারা শিখবে, জানবে এবং মানুষ হবে। সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে। এমনি চিন্তা থেকেই আমার 'ব্যর্থ হলো জাদুর আঘাত' গল্প লেখার এ প্রচেষ্টা। রাসূলের জীবনের সত্য ঘটনা নিয়ে লেখা এ গল্পগুলো আমাদের শিশু- কিশোরদের নিশ্চিত আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে বলে আমার বিশ্বাস।

www.pathagar.com

গল্পগুলো পুরোপুরি সত্য গল্প। শুধুমাত্র শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিশু ও কিশোরেরা এ বই পড়ে ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠলে এবং আল্লাহর পথে চললে আমার শ্রম সার্থক হবে।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে এবং বই লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এজন্য প্রকাশনা সংস্থাটির প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ। বইটির বহুল প্রচার এ ধরনের বই লিখতে আমাকে উৎসাহিত করবে। সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আল্লাহ কবুল করুন। আমিন॥

শহীদ সিরাজী

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

শহীদ সিরাজী পেশায় একজন ব্যাংকার হলেও ছাত্র জীবন থেকেই সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী। তাই তিনি কর্মজীবনে বিভিন্ন ব্যস্ততার মাঝেও অনেক দিন ধরে কবিতা, ছড়া, ছোটগল্প লিখে আসছেন। জাতীয় দৈনিকসহ বেশ কিছু পত্র পত্রিকায় নিয়মিত তার লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি কোরাআন হাদীসের আলোকে শিশু-কিশোর মনের ভাবনা উপযোগী অনেক আদর্শিক ছোট গল্প রচনা করেছেন যা ইতোমধ্যে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি বিগত বছরগুলোতে শহীদ সিরাজীর লেখা শিশু-কিশোরদের আদর্শিক জীবন গড়তে সুন্দর সুন্দর গল্প কাহিনী নিয়ে তিনটি বই প্রকাশ করেছে। যা পাঠক সমাজে বেশ সমদৃত হয়েছে।

তাঁর চতুর্থ গ্রন্থ হিসেবে ছোট গল্পের বই 'ব্যর্থ হলো জাদুর আঘাত' প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আশা করি তাঁর গল্পগুলো পড়ে শিশু-কিশোর মনের ভাবনা আদর্শিক রূপে গড়ে উঠবে। সেই সাথে সকল পাঠকের কাছেও বইটি সমানভাবে সমাদৃত হবে। আমরা বইটির সাফল্য কামনা করছি।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

সূচি

১।	পড়ো তোমার প্রভুর নামে	০৯
২।	অদৃশ্য ভীতি	১৪
৩।	ব্যর্থ হলো জাদুর আঘাত	১৯
৪।	নামায ফরয হলো যেভাবে	২৪
৫।	মশক হলো পানির ঝরণা	৩০
৬।	একমুঠো ধুলো	৩৫
৭।	সওর গুহায়	৪০
৮।	রাসূলের সাথে কুস্তি	৪৪
৯।	বকরী যেন দুধেল ঝরণা	৪৮
১০।	সুরাকার ঘোড়া	৫১
১১।	খাবারে মু'যিযা	৫৬
১২।	একমুঠো খেজুর	৬০

www.pathagar.com

পড়ো তোমার প্রভুর নামে

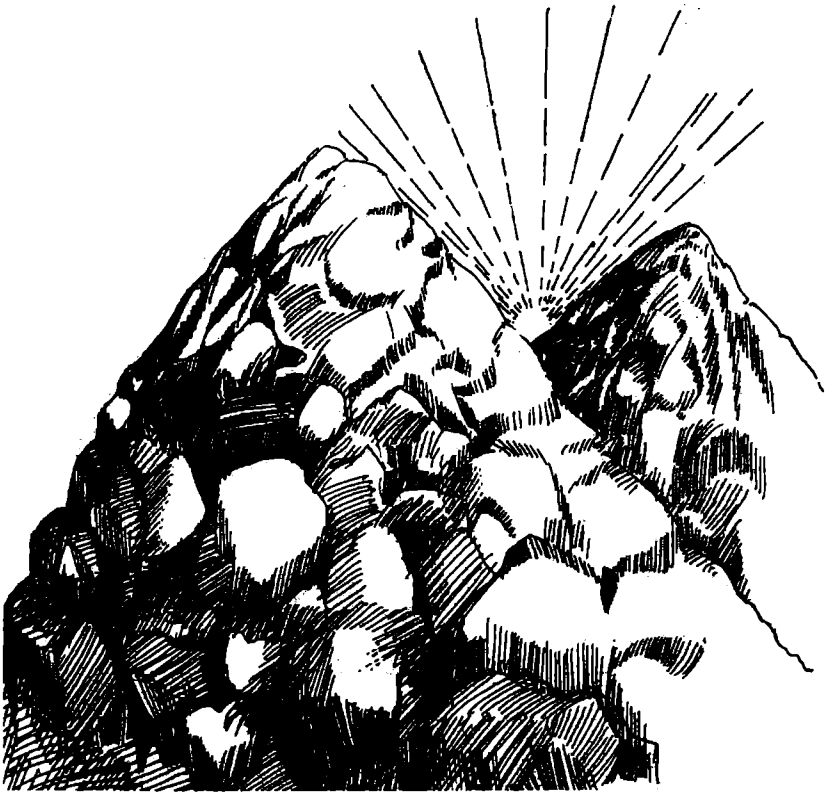

হেরা পর্বত। লোকালয় থেকে অনেক দূর। সেই পর্বতের ঢালে হেরা গুহা।

কোথাও কেউ নেই। চারিদিকে সুনসান নীরবতা।

পর্বত গুহায় বসে একাকী ধ্যান করছেন একজন মহান মানব।

যাকে সকলে ভালবাসেন। বিশ্বাস করেন। আপনজন ভাবেন।

তিনিই আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স)।

সেই ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়।

www.pathagar.com

ছিলেন যেমন বিশ্বাসী তেমন সৎ।
এ জন্যে সকলে তাঁকে আল-আমিন, আস্-সাদিক বলে ডাকতেন।
তিনি সব মানুষকে ভালবাসতেন।
হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা কাকে বলে তিনি জানতেন না।
সকলে তাঁকে আদর করতেন। ভালবাসতেন।
মানুষের সুখে-দুখে তিনি শরিক হতেন।
তিনি দেখতে পেলেন, চারিদিকে অন্যায়, অশান্তি, মারামারি, খুনাখুনি ও লুটতরাজ।
বছরের পর বছর ধরে এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের
যুদ্ধ আর যুদ্ধ।
দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। কীভাবে এসব দূর করা যায়? ভাবতে লাগলেন।
মানুষের ভালোর জন্যে তিনি সেই ছোটবেলাতেই গঠন করলেন 'হিলফুল ফুজুল'।
আস্তে আস্তে তিনি বড় হতে লাগলেন।
এক সময় তাঁর বয়স হলো ৪০ বছর। তখন তিনি নবুয়ত
লাভ করলেন।
হলেন নবী। হলেন সকল নবীর সেরা নবী। রাহ্মাতুল্লিল আলামিন।
আমাদের প্রিয় রাসূলের (স) নবুয়ত লাভের ঘটনা সাধারণ
কোন ঘটনা নয় ।
এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি, আগামীতেও ঘটবেনা।
সেটা যেমন মজার তেমন শিক্ষণীয়।
শুরু থেকেই কিন্তু নবীর উপরে ওহী নাজিল হয়নি।
আল্লাহ তায়ালা ধীরে ধীরে তৈরী করেছেন তাঁর প্রিয় বন্ধুকে।
নবুয়তের দায়িত্ব দেওয়ার জন্যে যা কিছু যোগ্যতা দরকার
সবই শিখিয়েছেন।
তিনি যখন ঘুমাতেন তখন মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখতেন।

www.pathagar.com

মজার ব্যাপার! রাতে যে স্বপ্ন দেখতেন দিনের বেলায় সেগুলো সবই সত্য হয়ে যেতো।
কি অবাক কাণ্ড ! তা দেখে তিনি নিজেও অবাক হতেন ।
ভাবতেন আর ভাবতেন।
এভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল।
ঘুমের মাঝে তিনি আরও বেশি বেশি স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।
মনের মাঝে নানা পরিবর্তন আসতে লাগলো। দেখা দিতে লাগলো নানা জিজ্ঞাসা।
একাকী অনেক কিছু ভাবতে লাগলেন। নির্জনতা পছন্দ করতে লাগলেন।
এভাবে চলতে চলতে ধ্যান করার জন্যে মন তাঁর ব্যাকুল হয়ে উঠলো।
কোথায় ধ্যান করবেন ? প্রয়োজন নির্জন জায়গা। নির্জন পরিবেশ।
শেষে মক্কা নগরী থেকে তিন মাইল দূরে হেরা গুহায় তিনি ধ্যানে বসতে চাইলেন।
এজন্য পরিবার-পরিজনের সাথে আলোচনা করলেন।
তাদের থেকে আলাদা হয়ে সেখানে পৌঁছে গভীরভাবে ধ্যানে বসলেন।
দিন-রাত ধ্যান করতে লাগলেন। ধ্যান করছেন আর করছেন।
মাঝে মাঝে যখন খুব বেশি প্রয়োজন হতো তখন তিনি বাড়ি ফিরতেন।
স্ত্রী খাদিজার (রা) সাথে দেখা করতেন।
আবার ফিরে যেতেন সাথে কিছু খাবার নিয়ে।
হেরা গুহায় আবার আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হতেন।
এভাবে দিন অতিবাহিত হতে থাকল। একদিন তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন।
হঠাৎ আল্লাহর ফেরেশ্‌তা জিবরিল (আ) হাজির হলেন।

www.pathagar.com

সাথে সত্যবাণী আল্লাহর ওহী।
বললেন, 'ইকরা' অর্থাৎ আপনি পড়ুন।
তিনি উত্তর দিলেন, আমি তো পড়তে জানিনা।
শুনে জিবরিল (আ) তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। গভীরভাবে
আলিঙ্গন করলেন।
তারপর ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, 'ইকরা' আপনি পড়ুন।
রাসূল (স) আগের মতন আবার বললেন, আমিতো পড়তে জানিনা।
জিবরিল (আ) আবার আগের মতন শক্তভাবে আলিঙ্গন করলেন।
তারপর ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, 'ইকরা' আপনি পড়ুন।
আগের মতন আবারও তিনি বললেন, আমিতো পড়তে জানিনা।
জিবরিল (আ) আবারও আগের মতন শক্তভাবে আলিঙ্গন করলেন।
তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন "ইকরা বিস্‌মি
রাব্বিকাল্লাজী খালাক-
পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন।
যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তপিণ্ড হতে।
পড়ুন, আপনার প্রভু অতি মহান।"
শেষবারে জিবরিলের (আ) সাথে সাথে তিনি সব আয়াত
পড়ে ফেললেন।
এমন অস্বাভাবিক ঘটনা ! রাসূল (স) খুব ভয় পেয়ে গেলেন।
কাঁপতে কাঁপতে তিনি বাড়ি ফিরলেন।
স্ত্রী খাদিজাকে (রা) বললেন, আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দাও।
রাসূলের (স) অস্থিরতা দেখে তিনিও ভয় পেয়ে গেলেন।
তাড়াতাড়ি কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দিলেন।
আস্তে আস্তে এ ভাব কেটে যেতে লাগলো।
তিনি স্বাভাবিক হয়ে আসলেন।
ততক্ষণে তিনি বুঝতে পেরেছেন তাঁর উপর বিরাট দায়িত্ব
এসে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

তারপর স্ত্রী খাদিজাকে (রা) পুরো ঘটনা খুলে বললেন।
বললেন, ভয় হচ্ছে দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে পারবো কি-না।
খাদিজা (রা) খুব বুদ্ধিমতি ছিলেন। রাসূলকে (স) সাহস
দিতে লাগলেন।
বললেন, আল্লাহ আপনাকে কখনোই অপদস্থ করবেন না।
কারণ, আপনি এতিম বিধবা অন্ধ খোঁড়া ও অক্ষমদের থাকা খাওয়া পরার ব্যবস্থা করেন।
অতিথিকে আপন করে নেন। মানুষের সুখে-দুখে শরিক হন।
আপনার কোন ভয় নেই। আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন।
এ ছিল আল্লাহর প্রিয় রাসূলের উপর নবুয়ত লাভের ঘটনা।
প্রথম ওহী।
তারপর চলতে লাগলো দিনের পর দিন ওহী নাযিল। ২৩ বছর।
আমরা লাভ করলাম আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন।১

www.pathagar.com

অদৃশ্য ভীতি

থর থর করে কাঁপছে আবু জেহেল।
তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (স)।
সাথে এক এতিম শিশু। কিন্তু একি ভয়ানক দৃশ্য! সে কি চোখে ভুল দেখছে ?

তার ভাতিজা মুহাম্মদের (স) দু'পাশে দুটো তলোয়ার। তার দিকে তাঁক করা !
সামনে এগুলেই নির্ঘাত ঢুকে যাবে তার শরীরে। কি ভয়ানক ! ভয়ে কাঁপছে সে।
লোকেরা যারা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে তারা কিছুই বুঝতে পারছে না।

www.pathagar.com

কেন সে ভয় পাচ্ছে ? কেন ভয়ে কাঁপছে ?
কৌতুহল আর উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। জানতে হবে তাদের।
কী সে ঘটনা ?
সে এক মজার ঘটনা। তা যেমন অলৌকিত তেমন ভয়ানক !
এমন ঘটনা কার না জানতে ইচ্ছে করে ?
আবু জেহেল। আমাদের রাসূলের (স) আপন চাচা। চাচা হলে কী হবে !
সে ছিল ইসলামের বড় দুশমন।
কিয়ামত, পরকাল, আল্লাহর পুরস্কার-শাস্তি, জান্নাত-জাহান্নাম কিছুই মানতো না।
মানুষকে কষ্ট দেয়া ও যুলুম করা ছিল তার প্রতিদিনের কাজ।
সুযোগ পেলেই সে এতিমদের গলা ধাক্কা দিতো। আর মিসকিনদের কোন খাবার দিতো না। ইসলাম প্রচারে বাঁধা দানে সে ছিল সকলের আগে। এমন খারাপ লোক সে।
একদিকে সমাজের বড় নেতা অন্যদিকে অনেক সম্পদের মালিক।
তার অন্যায় কাজের বিরোধিতা কে করবে ? এমন সাহস কার ?
কাফিররা তার কথায় উঠতো-বসতো।
তখন এতিম ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনার জন্যে কাউকে না কাউকে অভিভাবক করা হতো। আবু জেহেল ছিল এক এতিম ছেলের অভিভাবক।
তাকে দেখার কেউ ছিল না। খুব কষ্টে দিন কাটছিল।
একদিন তার মনে পড়লো, তারতো একজন অভিভাবক আছে।
ছেলেটি আবু জেহেলের কাছে আসলো।
গা খোলা। এক টুকরা কাপড়ও তার গায়ে নেই।
আবু জেহেলের সামনে সে কান্না-কাটি করতে লাগলো।
বলতে লাগলো, "বাবা মারা যাবার সময় আমার সম্পত্তি আপনার কাছে রেখে গেছেন।

www.pathagar.com

তা থেকে আমাকে কিছু দিন।"
কিন্তু কে শোনে কার কথা ! আবু জেহেল তার কথায় কানই দিল না।
তার দুঃখ-কষ্ট দেখে আবু জেহেলের মন গললো না।
আশায় আশায় অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকলো। কোন কিছুই
সে পেলো না।
চোখ মুছতে মুছতে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলো।
ছেলেটার কষ্ট দেখে তাকে সান্তনা দেবে কী, কুরাইশ সরদাররা তার সাথে দুষ্টুমি করতে লাগলো। বিদ্রুপ করে বললো, "যা মুহাম্মদের (স) কাছে যা। নালিশ কর গিয়ে।
আবু জেহেলের কাছে সুপারিশ করে তোর সম্পত্তি ফেরত দেবার ব্যবস্থা করবে সে।"
ছেলেটা ছিল খুবই সরল প্রকৃতির। তাদের দুষ্টুমি বুঝলো না।
আবু জেহেলের সাথে রাসূলের (স) খারাপ সম্পর্কের কথা কিছুই জানতো না।
তার টাকার দরকার। তাই সাথে সাথে রাসূলের (স) কাছে
পৌঁছে গেলো।
সব ঘটনা রাসূলকে (স) বললো।
ঘটনা শুনার সাথে সাথে রাসূল (স) দাঁড়িয়ে গেলেন।
ছেলেটাকে সাথে নিয়ে আবু জেহেলের বাড়ির দিকে রওনা দিলেন।
যারা তার সাথে দুষ্টুমি করে রাসূলের (স) কাছে পাঠিয়েছিল তাদের কৌতুহল বেড়ে গেলো। না জানি কী ঘটে! পানি কোন দিকে গড়ায় !
ঝগড়াটা কেমন জমে উঠে তা দেখার জন্যে আড়াল থেকে
তারাও পিছু নিলো।
দূর থেকে দেখতে লাগলো। আল্লাহর রাসূল (স) আবু জেহেলের কাছে পৌঁছালেন।
সাথে এতিম ছেলেটি। তাঁকে দেখে আবু জেহেল উঠে দাঁড়ালো।
কোন ঝগড়াতো করলোই না বরং অভ্যর্থনা করলো।

www.pathagar.com

ছেলেটিকে দেখিয়ে তিনি বললেন, "এ ছেলেটির হক একে ফিরিয়ে দাও।"

আবু জেহেলের মুখে কোন রা নেই। মনে হলো সে ভয় পেয়েছে। সাথে সাথে রাসূলের (স) কথা মেনে নিলো।

কাঁপতে কাঁপতে বাড়ির ভেতরে গিয়ে সব সম্পদ এনে তার সামনে রাখলো।

লোকেরা আবু জেহেলের কাণ্ড দেখে অবাক !

দূরে দাঁড়িয়ে মাথা-মণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলো না। ভাবলো কী হলো ! আবু জেহেল কি ভয় পেলো ? নাকি ধর্ম ত্যাগ করে মুহম্মদের (স) ধর্ম গ্রহণ করলো ?

তারা আর কৌতুহল ধরে রাখতে পারছে না।

রাসূল (স) চলে গেলে তারা আবু জেহেলের কাছে ছুটলো।

তাকে ছিঃ ছিঃ করতে লাগলো।

বলতে লাগলো, "কী ব্যাপার আবু জেহেল! তুমি আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করলে? মুহাম্মদ (স) যা যা বললো সব মেনে নিলে? ছেলেটির সম্পদ সব ফিরিয়ে দিলে?"

তাদের কথায় আবু জেহেল বললো, "আগে আমার কথা শুনবে তো ? খোদার কসম! আমি ধর্ম ত্যাগ করিনি।"

তখন সকলের প্রশ্ন, "তাহলে এমন করলে কেন ?

কী এমন ঘটলো যে তুমি ভয় পেয়ে গেলে? মুহাম্মদের (স) কথা সহজে মেনে নিলে ?"

আবু জেহেল বললো, "বলছি, সে এক ভয়ানক দৃশ্য! না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

দেখে ভয়ে আমার শরীর কাটা দিয়ে উঠেছিল।

মুহাম্মদের (স) দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার ডানে ও বামে একটি করে তলোয়ার।

যেমন তীক্ষ্ণ তেমন ধারালো।

www.pathagar.com

মনে হলো কথা না মানলে সেগুলো সোজা আমার শরীরে ঢুকে যাবে। বড় ভয় পেয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি তাঁর কথা মেনে নিলাম।"

এভাবে মক্কার কাফেরদের শয়তানি পরিকল্পনা আল্লাহ ভণ্ডুল করে দিলেন।

আর রাসূল (স) এক অসহায় এতিমের হক আদায় করে দিলেন।

আসলে তখন আরব দেশের বড় বড় নেতারাও এতিম-অসহায়দের কোন দায়িত্ব নিতো না। তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করতো। তবে রাসূলের নৈতিক প্রভাব সকলের উপরেই ছিল।

আর রাসূল (স) ছিলেন ন্যায়ের প্রতীক।

তিনি অন্যের হক আদায় করতে যেমন পরামর্শ দিতেন তেমন আদায়ও করে দিতেন।[২]

www.pathagar.com

ব্যর্থ হলো জাদুর আঘাত

নবী মুহাম্মদ (স) ইসলাম প্রচার করে চলছেন।
যতই দিন যাচ্ছে ততই লোক মুসলমান হচ্ছে।
আবার যত বেশি প্রচার করছেন তত বেশি বাঁধাও পাচ্ছেন।
কাফেররা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।
বাঁধা দিয়েও লোকদের থামাতে পারছে না।
দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।
কাফের কুরাইশদের অত্যাচারও দিন দিন বেড়ে চললো।
অবশেষে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন হিজরত করার।
তিনি জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করলেন।

www.pathagar.com

সেখানে ইহুদিরা বাস করতো। তারাও ছিল ইসলামের ঘোর দুশমন।
মদিনায় হিজরত করার পর ইসলামের অনেক শক্তি বেড়ে গেলো।
ইহুদিরা সামনা সামনি ইসলামের দুশমনি করার সাহস করতো না।
গোপনে গোপনে নানা চক্রান্ত করতে লাগলো।
মদিনার এক বিখ্যাত জাদুকর লাবীদ।
সকলে তাকে এক নামে চেনে। সে এক জাদুর সম্রাট।
একদল ইহুদি খয়বর থেকে এসে অতি গোপনে তার সাথে
দেখা করলো।
চললো গোপন সভা। চক্রান্ত ও সলা-পরামর্শ।
লাবীদকে বললো, "দ্যাখো! আমরা মুহাম্মদের (স) উপরে জাদু করার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। তাই তোমার কাছে এলাম।
তুমি আমাদের চেয়ে অনেক বড় জাদুকর।
আমরা পারিনি বটে নিশ্চিত তুমি পারবে।
তোমার জন্যে তিনটি স্বর্ণ মুদ্রাও এনেছি। এগুলো নাও।
মুহাম্মদের (স) ওপর শক্ত জাদুর আঘাত হানো।"
তাদের কথা লাবীদের খুব পছন্দ হলো।
সাথে তিনটি স্বর্ণ মুদ্রা ! তা কি ছাড়া যায় ! সে রাজি হয়ে গেলো।
কীভাবে রাসূলের (স) ওপর জাদু করা যায় ? উপায় খুঁজতে
লাগলো সে।
শেষে একটা বুদ্ধি বের করলো। এক ইহুদি ছেলে রাসূলের (স)
কাজ করতো।
গোপনে তার সাথে যোগাযোগ করলো। তাকে রাজি করালো।
সে রাসূলুল্লাহ (স) চিরুনীর একটা টুকরা সংগ্রহ করে দিলো।
তাতে তাঁর পবিত্র চুল আটকানো ছিল।
সেই চুল আর চিরুনীর দাঁতের ওপর লাবীদ জাদু করলো।
সেগুলি একটা পুরুষ খেজুর ছড়ার আবরণের নীচে রাখলো।

www.pathagar.com

তারপর তা তাদের একটা কূয়ার তলায় পাথর চাপা দিলো।
এ চক্রান্তের কথা, জাদুর কথা কেউ জানতে পারলো না।
যতদিন যেতে লাগলো রাসূলের (স) ওপরে জাদুর প্রভাব তত পড়তে লাগলো।
দিনের পর দিন তিনি রোগা আর দুর্বল হতে লাগলেন।
একটা কাজ তিনি করেননি অথচ ভাবছেন তা করেছেন।
কোন কিছু দেখেননি অথচ ভাবছেন তিনি তা দেখেছেন।
এসব বেড়েই যেতে লাগলো।
তবে নবী হিসেবে দায়িত্ব পালনে জাদু কোন প্রভাব ফেলতে পারলো না।
একদিনের ঘটনা। স্ত্রী আয়েশার (রা) সাথে তিনি আছেন।
তাঁর অবস্থা দেখে আয়েশার (রা) খুব কষ্ট হচ্ছে।
রাসূলের (স) কেন এমন অবস্থা ! তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না।
শেষে আল্লাহর কাছ রাসূলের জন্যে দোয়া করতে লাগলেন।
তিনি এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মাঝে একটা মজার স্বপ্ন দেখলেন।
জেগে আয়েশাকে (স) বললেন,
আমি আল্লাহর কাছে যা জানতে চেয়েছিলাম আল্লাহ্ তা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।
আয়েশা (রা) ভাবলেন, নিশ্চয় তিনি কোন ভাল খবর দিবেন!
জিজ্ঞেস করলেন, কী কথা যা আল্লাহ্ আপনাকে জানিয়েছেন?
তিনি তখন সেই স্বপ্নের কথা বলতে লাগলেন।
দু'জন লোক তাঁর কাছে আসলেন।
একজন এসে মাথার কাছে দাঁড়ালেন অন্যজন পায়ের কাছে।
একজন জিজ্ঞেস করলেন, "এঁর কি হয়েছে ?"
অন্যজন বললেন, "এঁর ওপর জাদু করা হয়েছে।"
প্রথম জন জানতে চাইলেন, "কে করেছে ?"

www.pathagar.com

জবাব দিলেন, "লাবীদ ইবনে আ'সম।"
আবার প্রশ্ন, "কোন জিনিষের মধ্যে করেছে ?"
জবাব, "একটা পুরুষ খেজুরের ছড়ার আবরণে ঢেকে চুল ও চিরুণীর মধ্যে।"
জিজ্ঞেস করলেন, "তা কোথায় আছে ?"
জবাব, "যী-আযওয়ান কুয়ার তলায় পাথর চাপা দেয়া।"
জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে এখন কী করতে হবে ?"
জবাব দিলো, "কুয়ার পানি সেঁচে ফেলে সেটি বের করে আনতে হবে।"
ঘটনা বলে তিনি আর দেরি করলেন না।
আলী (রা) ইবনে ইয়াসির (রা) ও যুবাইরকে (রা) সেখানে পাঠালেন।
আরও ক'জন তাঁদের সাথে চললো।
পরে রাসূলও (স) কয়েকজন সাথী নিয়ে সেখানে হাজির হলেন।
সকলের কৌতুহল। পানি তোলা চলছে।
শেষ হলে কুয়ার তলা থেকে খেজুরের আবরণটি বের করে আনা হলো।
সকলে দেখছে তার মধ্যে চিরুণী ও চুলের সাথে মিশিয়ে রাখা একটা সূতা।
তাতে অনেক গিরা। গুনে দেখা গেল এগারোটা।
সাথে একটা মোমের পুতুল। পুতুলের গাঁয়ে কয়েকটা সূঁই ফুটানো।
ঠিক এ সময়ে এসে হাজির হলেন জিবরিল (আ)।
রাসূলকে (স) বললেন, সূরা আল ফালাক আর সূরা আন নাস পড়ুন।
তিনি সাথে সাথে তাই করলেন।
এক একটা আয়াত পড়তে লাগলেন আর এক একটা গিরা নিজে নিজে খুলে যেতে লাগলো। সকলে অবাক বিস্মিত!
পুতুলের গা থেকে একটা একটা করে সূঁই খুলে নেয়া হতে লাগলো।

www.pathagar.com

সুরা পড়া শেষ হতেই সকল গিরা খুলে গেল, সকল সূঁই উঠে এলো।
তিনি জাদুর প্রভাবমুক্ত হলেন।
যেন এতদিন রশি দিয়ে বাঁধা ছিলেন। এখন বাঁধন মুক্ত হলেন।
সকলে আল্লাহর এক জলন্ত মু'যিযা দেখতে পেলো।
আল্লাহর হাজারো প্রশংসা করতে লাগলো।
তারপর আল্লাহর রাসূল (স) জাদুকর লাবীদকে ডেকে পাঠালেন।
নানাভাবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে সব দোষ স্বীকার করলো।
কিন্তু তাকে কিছু বললেন না।
এতোবড় অপরাধ করলো তবুও দিলেন না কোন শাস্তি।
তাকে ক্ষমা করলেন। ছেড়ে দিলেন।
অনেকের মনে প্রশ্ন, এত বড় অপরাধ করার পরও লাবীদকে কেন আল্লাহর রাসূল (স) ছেড়ে দিলেন? এ ব্যাপারে অনেকে জানতে চাইলো। তিনি কিছু বলতে চাইলেন না।
শুধু বললেন, ব্যক্তিগত বিষয়ে তিনি কখনো কারো উপরে
প্রতিশোধ নেন না ।
শুধু কি তাই! বললেন, আল্লাহ তাঁকে রোগমুক্ত করেছেন।
ব্যস, এ ব্যাপারে লোকদের উত্তেজিত করতে চাই না।
আসলে আল্লাহর রাসূল ছিলেন ক্ষমার আঁধার।
ছিলেন রাহমাতুল্লিল আ'লামীন।[৩]

www.pathagar.com

নামায ফরয হলো যেভাবে

চমৎকার সুউচ্চ সমতল ভূমি। চারিদিকে সুনসান নীরবতা। কোথাও কেউ নেই।

এক মহামানব প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ আসমান পাড়ি দিয়ে

উপরে উঠছেন। যেন শেষ নেই। উঠছেন আর উঠছেন। সাথে এক মহান সাথী।

এক সময় এসে থামলেন তিনি। দেখলেন, চমৎকার সুউচ্চ সমতল ভূমি।

www.pathagar.com

যত দেখছেন ততই অবাক হচ্ছেন ! ভাবছেন তিনি কোথায় এলেন ?
মনে হতে লাগলো, আড়ালে কোথাও যেন কেউ কিছু লিখছেন।
কেবল কলমের খস খস শব্দ। কে লিখছেন ? কী লিখছেন ?
এ সব কিছু কে না জানতে চায় ?
সে এক মজার গল্প। এক অলৌকিক ঘটনা।
আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।
তিনি কি শুধু শুধু সৃষ্টি করেছেন ?
না, তিনি মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।
নামায পড়তে বলেছেন।
তাই প্রতিদিন আমরা পাঁচবার নামায পড়ি। নামায
আমাদের জন্য ফরয।
কীভাবে নামায ফরয হয়েছিল ?
সে এক মজার ঘটনা! তা যেমন অবিশ্বাস্য তেমন শিক্ষনীয় আবার তেমন মনে রাখার মত।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স)।
তখনও তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেননি।
এক রাতের ঘটনা। তখনও তিনি ঘুমাননি।
ঘরের ছাদের দিকে হঠাৎ চোখ পড়লো তাঁর। অবাক কাণ্ড !
ঘরের ছাদ সরে যাচ্ছে আর উপরটা আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে।
বিস্ময়কর ব্যাপার ! আরও বিস্ময় যেন অপেক্ষা করছিল !
দেখতে দেখতে সেই পথে জিবরিল (আ) নেমে আসলেন।
তিনি সব সময় রাসূলের (স) কাছে ওহী নিয়ে আসতেন।
পরের ঘটনা আরও মজার, আরও অলৌকিক।
জিবরিল (আ) এসে রাসূলের (স) সিনাচাক করলেন।
মানে বুকের কিছু অংশ ফেঁড়ে দিলেন।
তারপর জমজম কুপের পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেললেন।
এরপর ঈমান ও জ্ঞানে ভরা একটা সোনার পাত্র বুকে ঢেলে দিলেন।

www.pathagar.com

তারপর বুকের ফাঁড়া অংশ জোড়া লাগিয়ে দিলেন।
অলৌকিক ঘটনাগুলো যেন ম্যাজিকের মত দ্রুত ঘটে গেল।
এরপর জিবরিল (আ) নবীর (স) হাত ধরে আসমানের দিকে উড়তে লাগলেন।
উড়ছেন আর উড়ছেন।
উড়তে উড়তে তাঁরা দুনিয়ার কাছাকাছি প্রথম আসমানের প্রান্তে পৌছলেন।
সেখানে একটা দরজা দেখতে পেলেন।
একজন রক্ষী তা পাহারা দিচ্ছিলো।
জিবরিল (আ) তাকে আসমানের দার খুলতে বললেন।
সে পরিচয় জানতে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনারা কারা ?'
একজন বললেন, আমি জিবরিল।
রক্ষী আবার প্রশ্ন করলো, 'আপনার সাথে কে ?'
জবাব দিলেন, তিনি মুহাম্মদ (স)।
রক্ষীর আবার জিজ্ঞাসা, 'আপনাদেরকে কি আসতে বলা হয়েছে ?'
তিনি বললেন, হ্যাঁ।
এরপর দুনিয়ার আসমানের দরজা খুলে গেল।

জিবরিল রাসূলকে (স) সাথে নিয়ে উপরে উঠে আসলেন।
সেখানে রাসূল (স) একজনকে বসে থাকতে দেখলেন।
তাঁর ডানে বামে মানুষের রুহ বা প্রতিবিম্ব।
তিনি একবার ডান দিকে তাকাচ্ছেন আবার বাম দিকে তাকাচ্ছেন।
রাসূল (স) লক্ষ্য করলেন ডান দিকে তাকিয়ে তিনি হেসে উঠছেন।
আবার বাম দিকে তাকিয়ে তিনি কেঁদে ফেলছেন। একটা অস্বাভাবিক আচরণ।
রাসূল (স) কিছুই বুঝতে পারছেন না, তিনি কেন এমন করছেন ?
কেন হাসছেন আবার পরেই কাঁদছেন। তিনি ভাবছেন, বুঝতে চেষ্টা করছেন।

www.pathagar.com

হঠাৎ রাসূলকে (স) তিনি দেখতে পেলেন।
বলে উঠলেন, "স্বাগতম হে প্রিয় বৎস আর সত্য নবী।"
রাসূল (স) তখন জিবরিলকে (আ) জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে ?
জিবরিল (আ) বললেন, ইনি হযরত আদম (আ)।
তিনি আরও বললেন, আপনি তাঁর ডানে বামে মানুষের যে রুহ দেখছেন সব তাঁর
সন্তানদের। ডান দিকের গুলো জান্নাতী আর বামদিকের
গুলো জাহান্নামী।
এজন্য ডান দিকে তাকিয়ে তিনি হাসছেন আর বাম দিকে
তাকিয়ে কাঁদছেন।
এরপর জিবরিল (আ) রাসূলকে (স) নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে
উঠতে লাগলেন।
সেখানেও এক রক্ষী দরজা পাহারা দিচ্ছিল।
আগের রক্ষীর মত নানা প্রশ্ন করে শেষে দরজা খুলে দিল।
এভাবে জিবরিল রাসূলকে (স) সাথে নিয়ে একের পর এক আসমান ছেড়ে উপরের দিকে উঠতে লাগলেন। শেষে ষষ্ঠ
আসমানে পৌঁছলেন।
প্রথম আসমানে আদমকে (আ) আর ষষ্ঠ আসমানে রাসূল (স) ইবরাহীমকে (আ) দেখতে পেলেন। অন্যান্য আসমানে তিনি ইদ্রীস (আ), মুসা (আ) ও ঈসাকে (আ) দেখতে পেলেন।
বিভিন্ন আসমানে যখনই তাঁরা নবীকে দেখতে পাচ্ছিলেন তখনই সকলে খুব খুশি হচ্ছিলেন প্রশংসা করছিলেন আর
স্বাগত জানাচ্ছিলেন।
এরপর রাসূলকে (স) আরও উপরে উঠানো হলো।
সেটা ছিল চমৎকার সুউচ্চ সমতল ভূমি। চারিদিকটা একেবারে নীরবতা।
রাসূলের (স) মনে হতে লাগলো আড়ালে কোথাও যেন কেউ

www.pathagar.com

কিছু লিখছেন।
কেবল কলমের খস খস লেখার শব্দ। কাউকে কোথাও দেখছেন না।
তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো,
তোমার উম্মতের উপর প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হলো।
রাসূল (স) সে নির্দেশ নিয়ে ফিরে আসতে লাগলেন।
তিনি মুসার (আ) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মুসা (আ) জিজ্ঞেস করলেন, মহান আল্লাহ আপনার উম্মতের উপরে কী ফরয করেছেন ?
রাসূল (স) বললেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায।
মুসা (আ) শুনে সুন্দর পরামর্শ দিলেন। বললেন, আবার আল্লাহর কাছে ফিরে যান।
আপনার উম্মত এতো ওয়াক্ত নামায আদায় করতে সক্ষম হবে না।
রাসূল (স) ফিরে চললেন। আবেদন শুনে আল্লাহ কিছু নামায কমিয়ে দিলেন।
তিনি ফিরে এলে মুসার (আ) সাথে দেখা হলো।
তিনি বললেন, মহান আল্লাহ কিছু নামায কমিয়ে দিয়েছেন।
সব শুনে মুসা (আ) ফিরে গিয়ে আবারও নামায কমানোর জন্যে আবেদন করতে বললেন। আল্লাহর রাসূল(স) ফিরে গেলেন। আবেদন শুনে আল্লাহ আরও কিছূ নামায কমিয়ে দিলেন। খুশি মনে রাসূল ফিরে আসলেন।
মুসার (আ) সাথে আবার দেখা হলো।
তিনি বললেন, না, আপনার উম্মত এতো নামায আদায় করতে পারবে না।
পরামর্শ নিয়ে তিনি আবার আল্লাহর দরবারে ফিরে গেলেন।
আল্লাহ আরও কিছু নামায কমিয়ে দিলেন।
ফিরে এলে মুসা (আ) আগের মত আবারও নামায কমিয়ে আনার জন্য পরামর্শ দিলেন।

www.pathagar.com

পরামর্শ নিয়ে তিনি আবারও মহান আল্লাহর দরবারে হাজির হলেন।
আল্লাহ শেষ বারের মত বললেন, ফরয নামায এবার পাঁচ
ওয়াক্ত করা হলো।
কিন্তু নেকী পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমানই করা হলো।
রাসূলকে (স) আল্লাহ আরও বললেন, জেনে রেখো !
আমার ওয়াদা কখনও পরিবর্তন হয় না।
এরপর মুসার (আ) সাথে রাসূলের (স) দেখা হলো।
মুসা বললেন ,আবারও ফিরে যান। নামায কমানোর আবেদন করুন।
রাসূল (স) বললেন, এ ব্যাপারে আবারও আল্লাহর দরবারে যেতে লজ্জাবোধ করছি।
এভাবে মহান আল্লাহ রাসূলের (স) মাধ্যমে আমাদের উপরে কমিয়ে কমিয়ে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।
নেকী কিন্তু কমান নি। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান নেকীই আমরা পাচ্ছি। এমন সুযোগ আমাদের কারো হাতছাড়া করা উচিৎ নয়।
সকলের নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া উচিৎ।[৪]

www.pathagar.com

মশক হলো পানির ঝরণা

আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)।
তিনি ছিলেন সকল যুগের সকল কালের সেরা মানুষ।
সকল নবীর সেরা নবী।
তাঁর জীবনে অনেক মজার মজার ঘটনা আছে।
ঘটনাগুলো যেমন অলৌকিক তেমন শিক্ষনীয়।
একদিনের ঘটনা। তিনি সফর করছেন।
সাথে অনেক সাথী। সারা রাত ধরে পথ চলছেন।
চলতে চলতে এক সময় খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।
সকলের আরাম-আয়েশের দরকার। চিন্তা করে শেষে পথ
চলা বন্ধ করলেন।

www.pathagar.com

তখন প্রায় শেষ রাত।
সকলকে ঘুমাতে বলে নিজেও ঘুমিয়ে পড়লেন।
সকলে খুবই ক্লান্ত। ঘুম আসতে মোটেও দেরী হলো না।
এদিকে আস্তে আস্তে সুবহে সাদিকের সময় হলো। ভোর হলো।
পাখি ডাকতে লাগলো। তবুও কারও ঘুম ভাঙলো না।
তারপর সূর্যের আলো তাঁদের চোখে মুখে এসে পড়তে লাগলো।
এতে দু'এক জনের ঘুম ভাঙলো।
প্রথমে আবু বকর (রা), পরে আরও দু'জন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন।
জেগে দেখলেন সকাল হয়ে গেছে। ফজর নামাযের সময় চলে গেছে।
তারা আফসোস করতে লাগলেন। এখন কী করা যায়?
ভাবতে লাগলেন।
রাসূলের (স) ঘুম ভাঙাবে কি না? সংকোচ করতে লাগলেন।
তাঁরা জানতেন অনেক সময় ঘুমের মধ্যে তাঁর উপরে ওহী
নাজিল হয়।
এমন সময়ে ওমর (রা) জেগে উঠলেন। এ অবস্থা দেখলেন।
তিনি ছিলেন যেমন সাহসী তেমন বুদ্ধিমান। অন্যদের মত
চুপ থাকলেন না।
উচ্চ স্বরে 'আল্লাহু আকবর' বলতে লাগলেন।
এতে রাসূলের (স) ঘুম ভেঙ্গে গেল।
সময় মত ঘুম থেকে না জেগে উঠতে না পারার জন্য সকলে এসে তাঁর কাছ দুঃখ করতে লাগলেন। তিনি সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ঠিক আছে এখানে পানি নেই।
চলো সামনে এগিয়ে যাই। কিছুদূর গিয়ে আবার থামলেন।
সেখানে পানি সংগ্রহ করে নামায পড়লেন। তারপর আবার
চলতে লাগলেন।
চলতে চলতে অনেক দূরে পৌঁছলেন। এদিকে অনেকের
পিপাসা লাগলো।

www.pathagar.com

তাদের পানি পান খুব জরুরী হয়ে পড়লো। শেষে তাঁরা রাসূলকে (স) জানালেন।
তিনি চলা বন্ধ করলেন। পানির খোঁজে আলী (রা) ও ইমরানকে (রা) পাঠালেন।
তাঁরা দেখলেন একটি মেয়ে উটের পিঠে করে পানি নিয়ে যাচ্ছে।
তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি পানি কোথা থেকে আনলে ?
সে বললো, এখান থেকে একদিন ও এক রাতের পথ।
শুনে তাঁরা ভাবলেন অতদুর থেকে পানি এনে তাড়াতাড়ি সকলের পিপাসা মেটানো সম্ভব নয়। তাই অনুরোধ করে তাকে রাসূলের (স) কাছে নিয়ে এলেন।
তিনি সব ঘটনা শুনলেন। মেয়েটিকে উট থেকে নামানো হলো।
তিনি একটা পাত্র আনালেন।
মশক দু'টির মুখ খুলে সামান্য কিছু পানি ঢেলে পাত্রে নিলেন।
তারপর তার মুখ বেঁধে দিলেন। নীচের ছোটমুখ খুলে
সকলকে ডাকলেন।
বললেন, তোমরা ইচ্ছেমত পানি পান করো।
সকলে পানি পান করতে লাগলেন।
নিজ নিজ পশুকেও পেটপুরে পান করালেন।
একজন তো গোসলই করে ফেললেন।
মেয়েটি চিন্তায় পড়ে গেল। খুব মন খারাপ হলো।
করুণভাবে তাকিয়ে দেখতে লাগলো তার পানির অবস্থা।
ভাবলো, তার এতো কষ্টের পানি সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। সে কী নিয়ে বাড়ি ফিরবে?
এক সময় সকলের পান করা শেষ হলো।
কিন্তু অলৌকিক ব্যাপার! সকলে তাকিয়ে দেখলো মশক দু'টির পানি কমেনি বরং আগের চাইতেও বেশি মনে হচ্ছে।
এ অলৌকিক ঘটনা দেখে মেয়েটি তো অবাক!

www.pathagar.com

অন্যরা বুঝতে পারলো এটা রাসূলের বিশেষ মু'যিযা।
তাঁরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে লাগলেন।
রাসূল (স) সকলকে ডেকে বললেন, তাকে কিছু বখশিশ দাও।
কিছু সংগ্রহ করো।
তখন সকলে যার যার মত দান করতে লাগলেন।
কিছুক্ষণের মধ্যে অনেক খেজুর আটা যবের ছাতু জমা হলো।
একটা কাপড়ে বেঁধে তা তাকে দেয়া হলো।
রাসূল (স) তাকে বললেন, তুমি সবই দেখলে আর বুঝতেও পারছো আমরা তোমার পানি কম করিনি। তবে আমরা পানি পান করেছি।
আল্লাহ পান করিয়েছেন।
মেয়েটি সেখান থেকে বেরিয়ে নিজ বাড়ির দিকে চললো। তার বেশ দেরী হয়ে গিয়েছিল। লোকজনের সাথে দেখা হলো। সকলে জিজ্ঞেস করতে লাগলো,
"এতো দেরী হলো কেন ? কী হয়েছিল ? কোথায় আটকে ছিলে?"
মেয়েটি পুরো ঘটনা শুনালো।
বললো,"পথে দু'জন মানুষের সাথে দেখা হয়।
তারা আমাকে এক কাফেলার মাঝে নিয়ে গেল। সেখানে এক পবিত্র লোকের দেখা পেলাম।
মনে হলো তিনিই তাদের নেতা। তারা সকলে পিপাসার্ত ছিল।
আমার মশক থেকে তারা সকলে পানি পান করতে লাগলো।
তারপর তাদের পশুগুলোকেও করালো।
পানির অবস্থা দেখে চিন্তায় পড়ে গেলাম।
কিন্তু অলৌকিক ঘটনা! তারা সকলে পান করলো, তাদের পশুদেরও করালো অথচ পানি একফোটাও কমলো না বরং বেড়ে গেলো।
এরপর তারা নানা বখশিশ দিয়ে আমাকে বিদায় করলো।"
মেয়েটি আরও বললো, "জীবনে আমি এমন অলৌকিক ঘটনা আর দেখিনি।

www.pathagar.com

আর কেউ এমন ঘটনা দেখাতেও পারবেনা।
নিশ্চয় তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল (স.)।"
পরের ঘটনা। মুসলমানরা সেই গ্রামের অন্য মুশরেকদের আক্রমন করলো কয়েকবার।
কিন্তু সেই মেয়েটির গোত্রকে কোন সময়ই কিছু বললো না।
মেয়েটি বুঝতে পারলো, এটা নিশ্চিত সেই পানি পান
করানোর কারণেই।
এটা মনে করে সে খুব খুশি হলো।
একদিন সে সকলকে ডেকে বললো,
"আমার মনে হয়, মুসলমানেরা ইচ্ছে করেই তোমাদের
আক্রমণ করেন না।
ইসলামের প্রতি কি তোমাদের আগ্রহ হয় ?"
অন্যরাও রাসূলের (স) প্রতি খুশি ছিল। মেয়েটির ডাকে তাই তারা সকলে সাড়া দিল।
তারা বুঝতে পারল মেয়েটির কথাই ঠিক।
তখন ইসলাম কবুল করে সকলে মুসলমান হলো।[৫]

www.pathagar.com

একমুঠো ধুলো

গভীর রাত। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। কোথাও কেউ নেই।
আঁধারের চাদরে ঢেকে গেছে পৃথিবীটা।
ঠিক এমনি সময়ে মক্কার বাছাই করা সাহসী কুরাইশ যুবকেরা রাসূলের বাড়ি ঘেরাও করে ফেললো। আল্লাহর নবীকে (স) তারা হত্যা না করে ফিরবে না। এ তাদের পণ।

তারা অপেক্ষা করতে লাগলো সকালের। রাত আরও গভীর থেকে গভীর হলো।
রাসূল (স) আবু বকরকে (রা) সাথে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

www.pathagar.com

দেখলেন কুরাইশ যুবকরা তাঁর বাড়ি ঘিরে রেখেছে।
এখন কী করবেন তিনি ? মোটেও ভয় পেলেন না।
সুরা ইয়াসিনের একটা আয়াত তেলাওয়াত করতে লাগলেন।
একমুঠো মাটি নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন কাফিরদের দিকে।
হঠাৎ ঘুমে আক্রান্ত হয়ে পড়লো তারা।
সকলের সামনে দিয়ে তাদের ঘেরাও ভেদ করে বেরিয়ে এলেন রাসূল (স)।
ওরা কিছুই টের পেলো না।
সে এক অলৌকিক ঘটনা।
আল্লাহর রাসূলের নবুয়ত লাভের তের বছর পার হয়েছে।
কুরাইশদের শত বাধার পরেও দলে দলে লোক আল্লাহর উপরে ঈমান আনছে। মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েই চলছে।
মুশরেকদের অত্যাচার যত বাড়ছে তত বেশি লোক ইসলাম গ্রহণ করছে।
কাফেররা কীভাবে তা বন্ধ করবে তা বুঝতে পারছে না।
অত্যাচার নির্যাতন আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।
রাসূলের পরামর্শ পেয়ে বেশ কিছু লোক দেশ ছেড়েছে। তারা মদিনায় হিজরত করেছে। দেখতে দেখতে আরও অনেকেই মক্কা ছেড়ে মদিনার হাজির হলো।
সেখানে তারা বসে রইলো না। আরও জোরে সোরে ইসলাম প্রচার শুরু করলো।
তাদের এ কাজ কিন্তু গোপন থাকলো না। মদিনা থেকে মক্কায় এসে পৌঁছল।
শুনে কুরাইশরা ক্ষেপে আগুন।
তারা বুঝতে পারলো মুসলমানরা একে একে মদিনায় হিজরত করে শক্তি সঞ্চয় করছে। ইসলামেরও প্রসার ঘটাচ্ছে। মুশরিকরা ভাবলো, এভাবে চলতে দেয়া যায় না।

www.pathagar.com

কিন্তু কী করা যায় ? মহা চিন্তায় পড়ে গেল।
কীভাবে ইসলামকে চিরতরে শেষ করা যায় তা ভাবতে লাগলো।
মক্কার সব গোত্রের লোকেরা চিন্তা করতে লাগলো।
কেউ কেউ বললো, 'চলো মুহাম্মদকে (স) শিকল দিয়ে ঘরে বন্দি করে রাখি।'
অন্যরা যুক্তি দিয়ে বললো, তাতে লাভ হবে না।
তাঁর সাথীরা সুযোগ পেলে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।
বন্দি করে রাখতে না পারলে আমাদের লজ্জার ব্যাপার হবে।
এমন কি আমরা হেরেও যেতে পারি। এটা করা ঠিক হবে না।
আবার কেউ কেউ বললো, 'চলো আমরা তাঁকে নির্বাসনে পাঠাই।'
আইডিয়াটা কারও কারও পছন্দ হলো। তবে অনেকে বললো, এটা করা কি ঠিক হবে ?
দেখ না মুহাম্মদ (স) যেখানে যায়, সেখানেই মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যায়।
নির্বাসনে পাঠালে সেখানেও লোকজন জুটে যাবে। অনেকে মুসলমান হবে।
আমাদের কী লাভ হবে ? উল্টো তারই লাভ হবে। আর আমাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।
সকলে ভাবলো হ্যাঁ, কথার যুক্তি আছে ।
তাহলে কী করা যায় ? সকলের একই চিন্তা।
তাদের নেতা আবু জেহেল এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল সকলের পরামর্শ।
শেষে সে মুখ খুললো।
বললো, "শোন, সব গোত্র থেকে একজন করে সাহসী যুবক বাছাই করো।
সকলে একসাথে মুহাম্মদের (স) উপরে হামলা করে তাকে হত্যা করবে।

www.pathagar.com

এতে তার রক্ত সব গোত্রের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে।
তখন কেউ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবে না।"
আবু জেহেলের পরামর্শটা সকলের খুব পছন্দ হলো।
তারপর রাসূলকে (স.) হত্যা করার জন্যে তারা একটা রাত বেছে নিল।
তারা ঠিক করলো, বাছাই করা লোকেরা আগের রাতে রাসূলের বাড়ি ঘিরে রাখবে।
ভোরে তিনি যখন একাকী বের হবেন ঠিক তখন সকলে একসাথে রাসূলকে (স.) হত্যা করবে।
আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী।
দুশমনদের এসব গোপন পরিকল্পনা রাসূলের (স.) কাছে গোপন রইলো না।
আল্লাহ রাসূলকে তা জানিয়ে দিলেন।
এদিকে যে রাতে কুরাইশরা রাসূলকে (স.) হত্যা করতে চাইলো, সে রাতে তিনি আলীকে (রা) ডাকলেন।
বললেন, "আল্লাহ আমাকে হিজরতের নির্দেশ দিয়েছেন।
আজ রাতেই মদিনায় রওনা হতে চাই। তুমি এখানে অপেক্ষা করো।
সকাল হলে আমার কাছে মানুষের যে আমানত রাখা আছে তা সকলকে বুঝিয়ে দেবে।"
রাতের বেলা কাফিররা রাসূলের (স.) বাড়ি ঘেরাও করে ফেললো।
তারা সকালের অপেক্ষা করতে লাগলো। রাত আরও গভীর হলো।
রাসূল (স) আবু বকরকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।
দেখলেন কুরাইশ যুবকরা তাঁর বাড়ি ঘিরে রেখেছে।
সে সময় তিনি সুরা ইয়সিনের একটা আয়াত তেলাওয়াত করতে লাগলেন।

www.pathagar.com

একমুঠো মাটি হাতে নিয়ে 'শাহাতিল ওজুহ' অর্থাৎ চোখ-মুখ আচ্ছন্ন হয়ে যাক, বলে কাফিরদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। তারপর তাদের ঘেরাও ভেদ করে বেরিয়ে এলেন।

সে সময় কাফেররা হঠাৎ ঘুমে আক্রান্ত হয়ে পড়লো।

সকলের সামনে দিয়ে রাসূল (স) বেরিয়ে এলেন। ওরা কিছুই টের পেলো না।

এভাবে আল্লাহ তার রাসূলকে (স.) কাফেরদের হত্যার ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করলেন।

আবু বকরকে (রা) সাথে নিয়ে মদিনার পথে রওনা হলেন।

www.pathagar.com

সওর গুহায়

আবু বকর (রা) ভয়ে আঁতকে উঠলেন।

সওর গুহা। গুহা-মুখের কাছে পৌঁছে গেছে কাফেররা। পাগলপাড়া হয়ে খুঁজছে রাসূলকে (স)।

এখনই হয়তো তারা দেখে ফেলবে। এদিক সেদিক উঁকি-ঝুঁকি মারছে।

আবু বকর (রা) গুহার ভেতর থেকে তাদের পা দেখতে পাচ্ছেন। মহাবিপদ।

আঁচ করে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন।

বুঝতে পারলেন, ধরা পড়ে গেলে রাসূলকে (স) নির্ঘাত হত্যা করবে তারা।

www.pathagar.com

আল্লাহর নবীকে বাঁচাতে হবে। তিনি খুবই অস্থির হয়ে পড়লেন।
ভীত কণ্ঠে রাসূলকে বললেন, 'এখন কী হবে ?'
রাসূল (স) বললেন, 'ভয় পেয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।'
কত নিরুদ্বেগ কণ্ঠ! তাই হলো।
আল্লাহর খাস রহমত নেমে এলো হঠাৎ।
তাঁর বিশেষ কুদরতে কাফেররা দেখলো গুহামুখে মাকড়সা
জাল বুনেছে।
আর কবুতর বেঁধেছে বাসা। কি চমৎকার !
তারা ভাবলো, এর মাঝে নিশ্চয় কেউ নেই। থাকলে কি মাকড়সা জাল বুনতে পারে ?
আর কবুতর বাসা বাঁধতে পারে ?
কাফেররা রাসূলকে (স) খুঁজে না পেয়ে মক্কায় ফিরে গেল।
এ এক অলৌকিক ঘটনা। যেমন শিক্ষার তেমন ভয়ানক !
আল্লাহর রাসূল (স) ইসলাম প্রচার করছেন।
যত দিন যাচ্ছে ইসলাম প্রচারে তত বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছেন।
লোকেরা হাজার বাঁধাতেও ভয় পাচ্ছে না।
তাদের অত্যাচার নির্যাতন সীমার বাইরে চলে গেলে তিনি হিজরতের সিদ্ধান্ত নিলেন। সুযোগ মত লোকেরা মদিনায় হিজরত
করতে লাগলো।
রাসূল (স) অপেক্ষা করছেন আল্লাহর নির্দেশের। শেষে আল্লাহর নির্দেশ পেলেন।
একদিন রাতে বেরিয়ে পড়লেন।
কাফেররা রাসূলকে (স) হত্যার জন্যে সে রাতে ওঁৎ পেতেছিল।
কীভাবে বের হওয়া যায় ? কাফের কুরাইশরা দেখতে পেলে সাথে সাথে রাসূলকে (স) হত্যা করবে।
আল্লাহর নবী তখন একটা বুদ্ধি বের করলেন। হাতে
একমুঠো মাটি নিলেন।

www.pathagar.com

তারপর সূরা ইয়াসিনের একটা আয়াত পাঠ করতে করতে কাফেরদের দিকে ছুড়ে মারলেন। তারপর তাদের নাকের ডগার উপর দিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

অথচ তারা কেউ রাসূলকে (স) দেখতে পেলো না। এটা আল্লাহর একটা বিশেষ মু'যিযা।

এরপর তিনি আবু বকরের (রা) বাড়িতে পৌঁছে দরজায় টোকা দিলেন।

টোকা দিতে না দিতেই তিনি বেরিয়ে এলেন। রাসূল (স) অবাক হলেন।

বললেন, "কী ব্যাপার ! দরজায় টোকা দিতে না দিতেই খুলে দিলে ? একটুও দেরি হলোনা। তুমি কি জেগে ছিলে ?

আবু বকর (রা) জবাব দিলেন, 'যেদিন থেকে জেনেছি আপনার হিজরতের কথা, সেদিন থেকেই অপেক্ষায় আছি। কখন ডাক দিয়ে আমাকে না পেয়ে ফিরে যান।'

আবু বকরের (রা) আন্তরিকতা দেখে রাসূল (স) মুগ্ধ হলেন। তাঁর জন্যে দোয়া করলেন। তাঁকে সাথে নিয়ে হিজরতে বেরিয়ে পড়লেন। যেতে যেতে তিনি মক্কার বাইরে গিয়ে পৌঁছলেন।

পাশেই পাহাড় তার ভেতরে 'সওর' পর্বত গুহা।

আর এগিয়ে যাওয়া ঠিক মনে করলেন না। সেখানে তিনি ঢুকে পড়লেন।

এদিকে ভোর হয়ে এলো। কাফেররা দেখলো রাসূল (স) বের হয়ে আসছেন না।

কী ব্যাপার! এমন হবার কথা নয় !

তারা তখনও জানেনা যে রাসূল (স) তাদের চোখের সামনে দিয়ে অনেক রাতেই বেরিয়ে গেছেন। খোঁজাখুঁজি করে জানতে পারলো, রাসূল (স) মক্কা ছেড়ে চলে গেছেন।

www.pathagar.com

মহা চিন্তায় পড়ে গেল তারা। চারিদিকে ছুটাছুটি করে রাসূলকে (স) খুঁজতে লাগলো।
রাস্তা-ঘাটে, আনাচে-কানাচে, পর্বত-গুহা কোথাও বাদ দিল না।
শেষে যেখানে তিনি লুকিয়ে ছিলেন, সেই সওর পর্বত গুহার কাছাকাছি পৌঁছে গেলো।
গুহা-মুখের কাছে গিয়ে তারা এদিক সেদিক উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগলো।
এতো কাছে তারা পৌঁছে গেল যে আবু বকর (রা) গুহার ভেতর থেকে তাদের পা দেখতে পেলেন। বিপদ আঁচ করে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন।
বুঝতে পারলেন, ধরা পড়ে গেলে রাসূলকে (স) নির্ঘাত তারা হত্যা করবে।
রাসূলকে (স) বাঁচানোর জন্য তিনি খুবই অস্থির হয়ে পড়লেন।
ভীত কণ্ঠে রাসূলকে বললেন, 'এখন কী হবে ?'
তাঁকে সাহস দিয়ে রাসূল (স) বললেন, 'ভয় পেয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।'
আসলে তাই হলো। আল্লাহর খাস রহমত নেমে এলো।
তাঁর বিশেষ কুদরতে কাফেররা দেখলো গুহামুখে মাকড়সা জাল বুনেছে।
আর কবুতর বেঁধেছে বাসা।
তারা ভাবলো, এর মাঝে নিশ্চয় কেউ নেই। থাকলে কি মাকড়সা জাল বুনতে পারে ?
আর কবুতর বাসা বাঁধতে পারে ?
কাফেররা রাসূলকে খুঁজে না পেয়ে মক্কায় ফিরে গেল।
এমনি ভাবে আল্লাহ রাসূলকে দুশমনদের কাফেরদের হাত থেকে রক্ষা করলেন।[৭]

www.pathagar.com

রাসূলের সাথে কুস্তি

পথের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে গাছটি।
তিনি ইশারা করতেই গাছটি এগিয়ে আসতে লাগলো। অবাক কাণ্ড!
এক সময় কাছে এসে থেমে গেলো।
গাছকে আবার ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন।

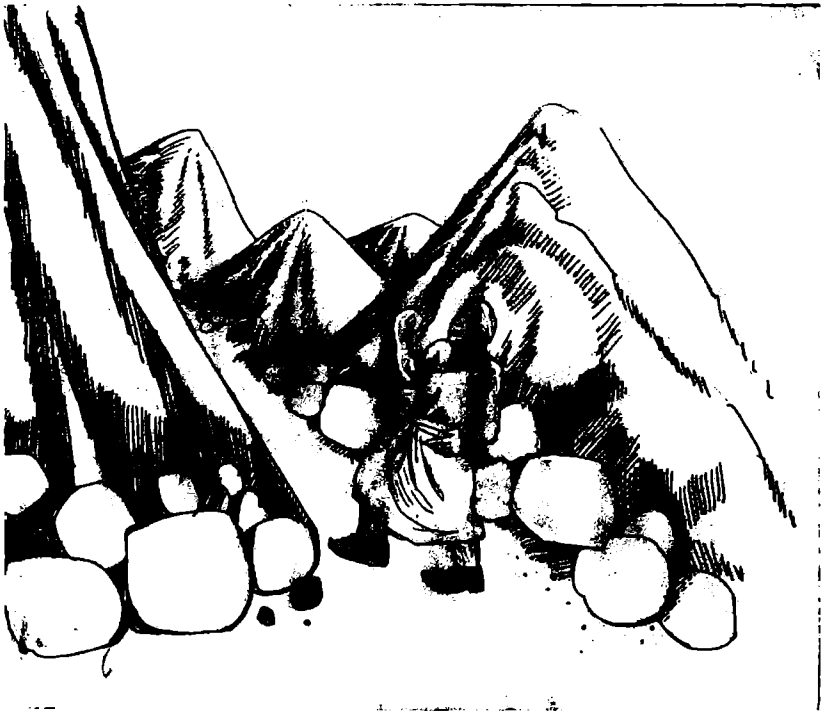

সে আবার ফিরে গিয়ে আগের জায়গায় থেমে গেল।
রুকানা যেন তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।
সে কি স্বপ্ন দেখছে? না অন্য কিছু?
এমন অবাক কাণ্ড! না জীবনে কখনো দেখেছে না কারো

www.pathagar.com

কাছে শুনেছে!
গাছ চলতে পারে? নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করাতে পারছে না!
সে ঠিক দেখছে তো! না কি স্বপ্ন ?
দেখে খুব অবাক হয়ে গেল।
এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখে তার বাক রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।
কুরাইশ গোত্রের এক বিরাট পালোয়ান রুকানা। যেমন চেহারা তেমন শক্তি।
শক্তির কারণে সকলে তাকে ভয় পায়। নিজ বংশের লোকেরা তাকে নিয়ে গর্ব করে।
পুরো আরবে সে সবচেয়ে বড় কুস্তিগীর। কুস্তির মারপ্যাচেও সে সকলের সেরা।
নিজের শক্তির কারণে নিজের উপরে তার এক ধরনের গর্ব।
অথচ আজ কী হলো তার, যে সে কুস্তিতে হেরে গেল? তারপর এ অলৌকিক ঘটনা।
এমন ঘটনা জীবনে সে কখনও দেখেনি।
একদিন সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। সামনে গিরিপথ। জনমানবহীন নিরিবিলি রাস্তা।
আল্লাহর রাসূল (স) কোথাও থেকে ফিরছিলেন সে রাস্তা দিয়ে।
রাস্তায় বাঁক নিতেই সে রাসূলের (স) মুখোমুখি হয়ে পড়লো।
কী করবে বা কী বলবে রুকানা বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ তিনি কথা বলে উঠলেন।
এ নিরিবিলির সুযোগে তাকে ইসলামের পথে আহবান করতে ইচ্ছা করলেন।
বললেন, 'হে রুকানা, এতদিনেও তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে না। আল্লাহকে ভয় করো আর এসো ইসলাম মেনে নিয়ে মুসলিম হও।'
রুকানা বললো, আমি বিশ্বাস করি না।
আপনি যা বলছেন, তা সত্য হলে ইসলাম গ্রহণ করতাম।
নিজের শক্তি নিয়ে তার গর্বের কথা রাসূল (স) জানতেন।

www.pathagar.com

তাই রসিকতা করে বললেন, 'কুস্তিতে যদি তোমাকে হারিয়ে দেই, তাহলে কি মেনে নিবে ?'
এ কথা শুনে খুব খুশি হলো সে।
নিজের উপরে অনেক আস্থা, আরবের সকলকে সে হারিয়েছে।
তার ধারণা রাসূল (স) তাকে মোটেও হারাতে পারবে না।
বললো, 'হ্যাঁ, তা হতে পারে। হেরে গেলে সব কিছু মেনে নেব।'
তিনি বললেন, 'তবে এসো, শক্তি পরীক্ষা হয়ে যাক।'
রুকানা নবীর সাথে কুস্তির জন্যে জোসের সাথে উঠে দাঁড়ালো।
তিনি তাকে খুব শক্ত করে ধরলেন।
সে অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু নড়াচড়া করতে পারলো না।
ভেতরে ভেতরে সে ঘামছে কিন্তু একদম নড়তে চড়তে পারছে না।
সে হাত-পা ছুড়তে লাগলো কিন্তু না, কিছুতেই মুক্ত হতে পারছে না।
শেষে পরাজয় স্বীকার করলে রাসূল (স) তাকে ছেড়ে দিলেন।
কিন্তু ছাড়া পেয়ে সে আবারও লড়াই করতে চাইলো।
তিনি বললেন, 'ঠিক আছে। আবার লড়াই হোক।'
আবার লড়াই শুরু হলো।
কিন্তু ফলাফল আগের মত। রুকানা আবারও হেরে গেলো।
সে লজ্জিত হয়ে বললো, 'অবাক কাণ্ড! আপনি আমাকে
হারিয়ে দিয়েছেন ?'
রাসূল (স) বললেন, 'তুমি কি আরও অবাক কাণ্ড দেখতে চাও? আরও অবাক হতে চাও?'
সে ভাবলো, তার হেরে যাওয়াটাই সব চেয়ে অবাক করার মত।
এরপর আর কী ঘটতে পারে ?
কৌতুহলী রুকানা জানতে চাইলো, 'আরও কী অবাক কাণ্ড আছে ?
আপনি আর কী দেখাতে চাচ্ছেন ?'
রাসূল (স) দূরের একটা গাছ দেখিয়ে বললেন,
'ওই যে গাছ দেখছো, তাকে ডাকবো সে আমার

www.pathagar.com

কাছে চলে আসবে!'

এ্যা! তিনি বলেন কি ? রুকানার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না ।

বললো, 'তাই নাকি ! ঠিক আছে তবে ডাকুন।'

গাছকে ইশারা করতেই গাছটি রাসূলের (স) দিকে আসতে লাগলো।

এক সময় কাছে এসে থেমে গেলো।

তিনি গাছকে আবার ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন।

সে আবার ফিরে গিয়ে আগের জায়গায় থেমে গেল।

রুকানা যেন তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। খুব অবাক হয়ে গেলে।

রাসূলের এ মু'যিযা দেখে তার জাতির কাছে ফিরে গেয়ে রাসূলের (স) মু'যিযার কথা বলতে লাগলো। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো সে মু'যিযার কথা।

যে শুনলো সেই অবাক না হয়ে পারলো না। মুসলমানদের ঈমান আরও বেড়ে গেল।

আল্লাহর দ্বীন ইসলাম প্রচারে তারা আরও ঝাপিয়ে পড়লো।[৮]

www.pathagar.com

বকরী যেন দুধেল ঝরণা

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স)।
অনেক কষ্ট অত্যাচার সহ্য করে তিনি ইসলাম প্রচার করছেন।
মক্কার কুরাইশদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেল।
আল্লাহর নির্দেশ পেলেন হিযরতের। বেরিয়ে পড়লেন
মদিনার উদ্দেশ্যে।
যেতে যেতে পথে এক জনবসতি পেলেন। খুব ক্ষুধার্ত হয়ে
পড়েছেন তিনি।
কোন খাবার পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করতে লাগলেন।
এলাকায় কোন খাবার পেলেন না। দেখলেন সে এলাকার লোকেরাও
খুব ক্ষুধার্ত।
এলাকাটি দুর্ভিক্ষ কবলিত।

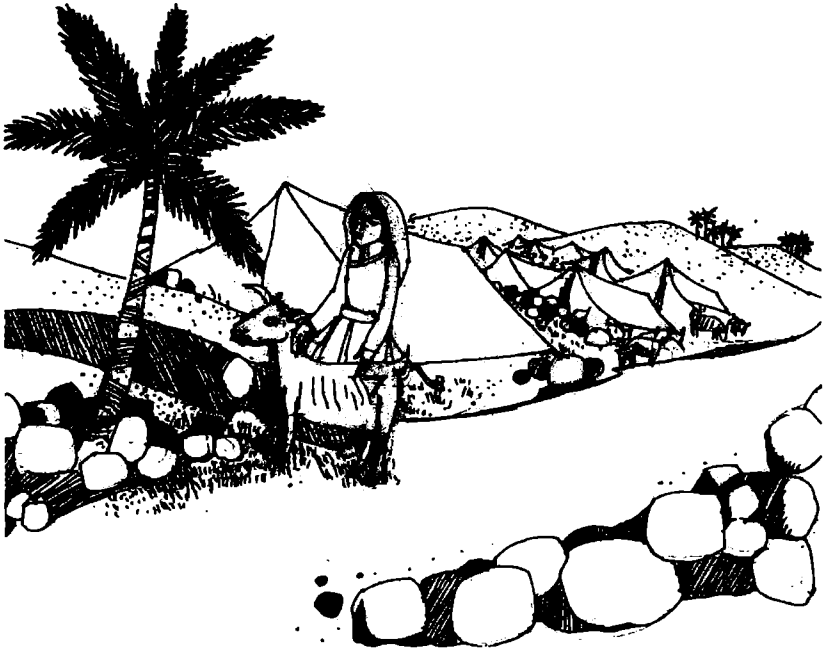

www.pathagar.com

পথের পাশে এক তাবু দেখতে পেলেন তিনি।
পাশে খুঁটির সাথে একটি বকরী বাঁধা।
তার মালিককে খুঁজে বের করলেন।
মালিক একজন মেয়ে। নাম আতিকা বিনতে খালেদ।
রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বকরটিা দুধ দেয় কি না ?
আতিকা জবাব দিল, না।
রাসূল (স) বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি দুধ
দুয়াতে পারি ?'
মেয়েটি খুব অবাক হলো। সে বিশ্বাস করতে পারছিল না এমন দুর্বল বকরী থেকে তিনি কীভাবে দুধ দুয়াবেন। বললেন, 'বকরীটি খুব দুর্বল
আবু বকর (রা) ও সাথের চাকরকে পান করালেন।
শেষে নিজে পান করলেন।
মেয়েটির চোখে অবাক বিস্ময় ! ভাবছে কে এই মহান ব্যক্তি !
ধীরে ধীরে তার জ্ঞান চোখ যেন খুলে যেতে লাগলো।
শেষ নবীর আগমনের কথা যে শুনেছিলো। বুঝতে পারলো নিশ্চয় তিনি শেষ নবী (স)। আর দেরী না করে রাসূলের (স) কাছে ইসলাম কবুল করলো।
সাথে সাথে সে মুসলমান হলো।
রাসূল (স) আবারও দুধ দুয়ে পাত্রটি পুর্ণ করলেন।
দুধপূর্ণ পাত্রটি তিনি মেয়েটিকে দিয়ে সামনে পথ ধরলেন।
কিছুক্ষণ পরে মেয়েটির স্বামী তার অন্যান্য বকরী নিয়ে
বাড়ি ফিরলো।
তাকে দুধ পান করতে দিলে সে যেন আকাশ থেকে পড়লো।
দুর্ভিক্ষের কারণে বকরীগুলো খুব দুর্বল ও ক্ষীণকায়।
তাদের ওলানে দুধ আসবে কেমনে?
সে কিছুই বুঝতে পারলোনা। অবাক বিস্ময়ে দুধের দিকে
চেয়ে রইলো।

www.pathagar.com

অবশেষে জিজ্ঞেস করলো, এ দুধ তুমি কোথায় পেলে?
মেয়েটি তখন কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া সেই বিস্ময়কর ঘটনা বলতে লাগলো।
বললো, 'খোদার কসম! এক বরকতময় মানুষ পথ চলছিল।
তাঁর অবয়ব ও গুণাবলী ছিল আশ্চর্য ধরনের।
এমন ভালো মানুষ আমি জীবনেও দেখিনি। তিনি ছিলেন
মহাপবিত্র মানুষ।'
মেয়েটির স্বামী আবু বেশ জ্ঞানী ছিলেন।
সব শুনে তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! ইনিতো সেই কোরেশ!
আমি শুনেছি তিনি শেষ নবী। মক্কায় আবির্ভূত হয়েছেন।
আমি তাঁর কাছে অবশ্যই হাজির হবো।
সুযোগ পেলে অবশ্যই তাঁর খেদমতে জীবন দিব।[৯]

www.pathagar.com

সুরাকার ঘোড়া

বিদুৎ বেগে ছুটছে টগবগে তেজী ঘোড়া।
লাগাম হাতে এক আরব যুবক ঘোড় সাওয়ার।
সপাং সপাং পিঠে পড়ছে চাবুক। ঘোড়াও ছুটে চলেছে সম্মুখপানে।
ওই তো সামনে এগিয়ে চলেছে সে। যাকে সে খুঁজছে
কয়েকদিন ধরে।

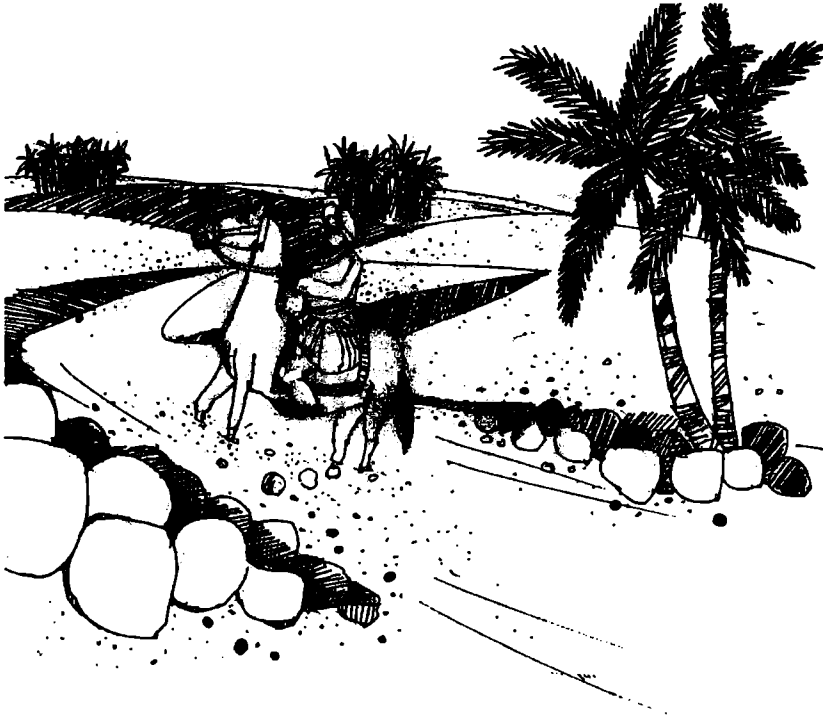

এখন নাগালের মাঝে দেখতে পেয়ে মহাখুশি। ধরতে পারলেই একশ' উট পুরস্কার।
তাকে নিতেই হবে এ পুরস্কার। ছুটছে আর ছুটছে। আর
বেশি দূরে নয়।

www.pathagar.com

এখনই হয়তো ধরে ফেলবে। ঠিক তখনই ঘটলো এক অঘটন।
প্রচন্ড বেগে ছুটে চলা ঘোড়াটি হঠাৎ হোচট খেলো।
সাথে সাথে যুবকও দূরে ছিটকে পড়লো।
তাড়াতাড়ি উঠে আবার ঘোড়া দাবড়ালো সে। কিন্তু আবারও হোচট খেলো গোঁড়া।
ছিটকে পড়লো সে। ঘাবড়ে গেল যুবক। এমন হচ্ছে কেন?
ভাবছে সে।
আসলে, কাকে ধরার জন্যে ছুটছে সে ? যে কারণে বারবার এমন হচ্ছে।
তিনি আর কেউ নন, তিনি আল্লাহর প্রিয় নবী মুহাম্মদ (স)।
আল্লাহর নির্দেশে তিনি বেরিয়েছেন।
হিজরত করছেন মক্কা থেকে মদিনা। সাথে আবু বকর (রা)।
সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন।
এখবর কুরাইশরা জানতে পেরে রাগে-দুঃখে মাথার চুল ছিড়তে লাগলো।
শিকার হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে একথা তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।
তারা পুরস্কার ঘোষণা করলো।
যে মুহাম্মদকে (স) তাদের কাছে ধরে আনতে পারবে তাকে একশ' উট পুরস্কার দেয়া হবে।
ঘোষণা শুনে চারিদিকে সাজসাজ রব পড়ে গেল।
লোভী কুরাইশ যুবকেরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।
তাদের টার্গেট রাসূলকে (স) ধরিয়ে দেয়া। আর একশ' উটের পুরস্কার লাভ করা।
তাদের চোখে-মুখে লোভ আর বড় আশা। কোথায় যাবে মুহাম্মদ (স)?
নিশ্চয় ধরা পড়তে হবে। তারা দলে দলে বেরিয়ে পড়লো।

www.pathagar.com

কেউ কেউ একাকি। একশ' ঘোড়া যেন একাই পেতে চায়।
চারিদিকে তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু না, তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।
কোথাও তারা খুঁজে পেলো না রাসূলকে (স)।
মক্কার কুরাইশ যুবকদের মধ্যে সুরাকা বিন মালিক ছিল খুব চালাক।
সে তার তেজী ঘোড়া আর অস্ত্র নিয়ে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লো।
রাসূলকে (স) সে একাকি খুঁজে বের করবে। একশ' ঘোড়া পুরস্কার সে একাই নিবে।
শুরুতেই সে যাত্রা শুভ না অশুভ তা দেশের প্রচলিত নিয়মে যাচাই করতে লাগলো।
এ পরীক্ষা তার মনের মত হলো না।
যে তীর ছুড়ে সে পরীক্ষা করেছিল তা উঠিয়ে দেখলো, তাতে লেখা, তার ক্ষতি করো না।
কিন্তু সুরাকা একশ' উটের লোভে অন্ধ হয়ে পড়েছিল।
শুভ-অশুভ নির্ধারণের পদ্ধতি মানলো না। সে বেরিয়ে পড়লো।
রাসূলকে (স) তার খুঁজে বের করতেই হবে।
এদিকে মক্কা থেকে বেরিয়ে তিনি সওর পর্বতগুহায়
আশ্রয় নিয়েছিলেন।
সুযোগ বুঝে সেখান থেকে একসময় বেরিয়ে পড়লেন। সাথে
আবু বকর (রা)।
তিনি যাচ্ছেন আর যাচ্ছেন। এভাবে একদিন একরাত পথ চললেন।
চলতে চলতে একসময় দুপুর বেলা রোদের তাপ খুব
প্রখর হয়ে উঠলো।
তিনি বিশ্রাম নিতে থামলেন।
পথের পাশে খুব বড় আকারের পাথরের ছায়ায় কিছুক্ষণের জন্যে বসলেন।

www.pathagar.com

তারপর আবার যাত্রা করলেন।
সে সময় মক্কার কুরাইশ যুবক 'সুরাকা' রাসূলকে (স) হঠাৎ দেখে ফেললেন।
পুরস্কারের লোভে সে বেরিয়েছিল।
রাসূলকে (স) দেখতে পেয়ে সে মহাখুশি।
ঘোড়ার লাগাম ধরে দিলো হ্যাচকা টান ।
ঘোড়া দাবড়িয়ে সে রাসূলকে (স) ধরার জন্যে ছুটলো।
তিনি আগেই বেরিয়ে গেছেন। মরুভূমির পথ। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা !
তাঁকে ধরার আগেই ঘোড়াটি হঠাৎ হোচট খেয়ে পড়ে গেলো।
সুরাকাও ছিটকে পড়লো দূরে।
সে আবার নিজেকে সামলে নিয়ে আক্রমণ করার জন্য তৈরী হলো।
কিন্তু সামনে এগুতেই ঘোড়া আবারও হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সে অবাক হয়ে গেল।
ভাবছে এমন হচ্ছে কেন ? আগের মত সে শুভ-অশুভ নির্বাচন করতে চাইলো।
আশ্চার্যের ব্যাপার, ফলাফল সে আগের মত পেল। 'তার কোন ক্ষতি করো না।'
এরপরও সে নাছোড়বান্দা। ইচ্ছার কোন পরিবর্তন হলো না।
তেমন কিছু নয় মনে করে আগের মত ঘোড়া দাবড়ানোর চেষ্টা করলো।
কাফেলার পিছু ধাওয়া করে এগিয়ে চললো।
কিছুক্ষণের মধ্যে রাসূল (স) তার নজরে এসে পড়লো।
এবার এক নতুন ঘটনা।
তার ঘোড়াটি পিছলে না পড়ে সামনের দু'পা মাটিতে দেবে গেল।
সাথে সাথে সে মাটিতে নুয়ে পড়ল।
প্রথমবার সুরাকা ভয় পায়নি। তেমন কিছু নয় মনে করেছিল।
কিন্তু আবারও হোচট খেয়ে পড়লে সে ভয় পেয়ে গেল।

www.pathagar.com

বুঝতে পারলো তার পক্ষে রাসূলকে (স) আক্রমণ করা সম্ভব নয়।
এটাকে সে কোন অলৌকিক ঘটনা মনে করলো।
ভীত হয়ে রাসূলের (স) কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলো।
রাসূল (স) তাকে ক্ষমা করে দিলেন।
মহান আল্লাহ তাঁর বিশেষ মু'যিযা দিয়ে রাসূলকে (স)
রক্ষা করলেন।[১০]

www.pathagar.com

খাবারে মু'যিযা

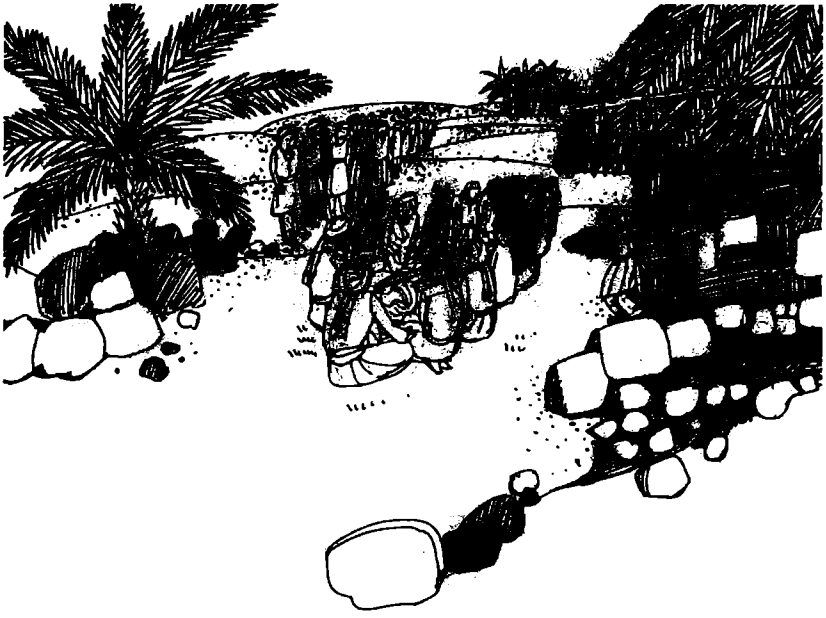

পরিখা যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। চারিদিকে যুদ্ধের ডামাডোল।

কাফেররা সংখ্যায় অনেক।

কাড়া নাকাড়া বাজাতে বাজাতে তারা মদিনা আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে।

কীভাবে মদিনা রক্ষা করা যায়?

কাফেরদের মোকাবেলা করার জন্য সাহাবাদের নিয়ে রাসূল (স) পরামর্শ করতে বসলেন।

শেষে মদিনাকে রক্ষার জন্য এর চারপাশে পরিখা খনন করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। সকল সাহাবা রাসূলের (স) নির্দেশে পরিখা খনন করতে লাগলেন। দিনের পর দিন তাঁরা এ কাজ করছেন।

www.pathagar.com

সকলে খুবই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ছেন। তাতে কী আসে-যায় ?
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তারা হাসিমুখে না খেয়ে এ কাজ করছেন।
তাদের নেই কোন অভিযোগ কিংবা হতাশা, কোন আফসোস !
সব কিছুর বিনিময়ে তারা চাচ্ছেন আল্লাহর সন্তুষ্টি।

এক সাহাবী। জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা)।
রাসূলকে (স) খুব ভালবাসতেন তিনি।
এ ভালবাসা ছিল তার নিজেকে ভালবাসার চেয়েও বেশি।
ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর রাসূল (স) সকলের সাথে পরিখা খনন করছিলেন।
কয়েকদিন অভুক্ত থেকে তাঁর পবিত্র চেহারা মলিন হয়ে পড়ছে।
তা দেখে জাবেরের (রা) মনটা বেদনায় কাতর হলো।
তিনি ভাবতে লাগলেন কীভাবে রাসূলকে (স) কিছু খাওয়ানো যায় ?
সকলকে খাওয়ানোর সামর্থ তাঁর ছিল না। কী করা যায়?
ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল, তাঁর বাড়িতে একটি ছাগল আছে।
অবশ্য সেটি খুবই ছোট ও দুর্বল। কী আর করা?
এটা দিয়ে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?
যেমন ভাবা তেমন কাজ। তিনি স্ত্রীকে আটা দিয়ে রুটি তৈরী করতে বললেন।
স্ত্রীও মহাখুশি। তিনি রাসূলকে (স) নিজ হাতের বানানো রুটি খাওয়াতে পারবেন।
খুশি মনে রুটি বানাতে লাগলেন। আর জাবের (রা) ছাগলটি জবাই করে ভুনা করে রান্না করলেন। তারপর দিন শেষ হলো,
সন্ধ্যা হয়ে এলো।
রাসূল (স) পরিখা খনন কাজ সে দিনের মত শেষ করে
বাড়ির পথ ধরলেন।
জাবের (রা) সাথে সাথে চলতে লাগলেন।

www.pathagar.com

সুযোগ মত বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! বাসায় আমার একটি ছোট ছাগল ছিল।
তা জবাই করেছি। সাথে রুটি তৈরী করেছি।
দয়া করে বাসায় গিয়ে আমাকে মেহমানদারীর সুযোগ দান করুন।
খুশি মনে রাসূল (স) দাওয়াত কবুল করলেন।
সাথে সাথে তিনি একজনকে দায়িত্ব দিলেন সবাইকে বলার জন্য।
সবাই যেন জাবেরের বাড়িতে হাজির হয়।
এ ঘোষণা শুনে জাবের (রা) খুবই চিন্তায় পড়ে গেলেন।
তিনি শুধুই রাসূলকে (স) দাওয়াত করেছিলেন। খাবার খুবই কম।
সবাইকে মেহমানদারী করার সামর্থ তার নেই।
একটা ছোট্ট ছাগলের ভুনা আর সামান্য রুটি দিয়ে সবাইকে
কীভাবে খাওয়াবেন ?
এখন কী হবে ? তিনি রাসূলকে (স) তা বলতেও পারছেন না।
মনে মনে ইন্নালিল্লাহ পড়তে থাকলেন। আল্লাহর কাছে সাহায্য
চাইতে লাগলেন।
এদিকে আল্লাহর নবী (স) সাহাবাদের (রা) নিয়ে জাবেরের (রা)
বাড়িতে হাজির হলেন।
তারপর সকলকে নিয়ে খাবার জন্য বসে পড়লেন।
অনেকদিন অভুক্ত থাকার পর আজ খাবার খেতে পারবে তারা।
তাই সবার মন খুশি।
জাবের (রা) আল্লাহর নাম স্মরণ করতে করতে প্রচণ্ড টেনশন নিয়ে
খাবার পেশ করলেন।
ভেতরে তাঁর স্ত্রীও আল্লাহকে ডাকতে লাগলেন, এ লজ্জার হাত
থেকে বাঁচার জন্য।
টেনশনে তিনি ঘামতে লাগলেন।
আল্লাহর রাসূল (স) যেন তাঁদের সমস্যা বুঝতে পারলেন।
বুঝতে পারলেন তাঁদের মনের অবস্থা।

www.pathagar.com

তিনি আল্লাহর নাম নিলেন। খাবারের উপর বরকতের জন্য দোয়া করলেন।
তারপর খাবার খেতে শুরু করলেন। লোকজন দলবেঁধে আসতে লাগলেন।
সবাই পেটপুরে খাবার খেতে লাগলেন। এভাবে কয়েক দল খাবার খেলেন।
সকল পরিখা খননকারী পেটপুরে খাবার খেয়ে গেলেন।
তবুও খাবার শেষ হলো না।
এ যেন ম্যাজিক ! ম্যাজিক নয়, যেন আল্লাহর এক বিরাট মু'যিযা।
জাবের (রা) আল্লাহর এ খাস রহমতে অভিভূত হয়ে পড়লেন।
কীভাবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন! তিনি ভাষা হারিয়ে ফেললেন।
এটা যেন তাঁর উপর আল্লাহর এক বিশেষ মু'যিযা।
বিশেষ মেহেরবানী।
বারবার তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে লাগলেন।[১১]

www.pathagar.com

একমুঠো খেজুর

খন্দক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। চারিদিকে সাজ সাজ রব।
এবার কাফেররা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করতে চায়।
এজন্য পুরো প্রস্তুতি নিয়ে তারা মদিনা আক্রমণ করার
জন্য ধেয়ে আসছে।
এ খবর পেয়ে রাসূলও (স) বসে থাকলেন না। সবাইর সাথে পরামর্শ করলেন তিনি।
তারপর পরিখা খনন করতে লাগলেন।
যেন পরিখা পার হয়ে কাফেররা মদিনায় ঢুকতে না পারে।

www.pathagar.com

যুদ্ধের কৌশলটা অভিনব। এজন্য সকলের উৎসাহটা বেশি।
কয়েকদিন ধরে কারো পেটে কোন খাবার যায়নি। সকলেই অভুক্ত।
তবুও কোন দুঃখ নেই, নেই কোন ক্ষোভ।
এক মহান নবীর সাথী তাঁরা। তাঁরা চান আল্লাহর সন্তুষ্টি।
ছেলে-বুড়ো সকলকে নিয়ে আল্লাহর রাসূল (স) দল বেঁধে পরিখা খননের কাজ করছেন।
রাসূলের (স) এক সাহাবী বসির বিন সায়াদ (রা)।
তিনিও সকলের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরিখা খননের
কাজ করছেন।
বাড়িতে স্ত্রী চিন্তিত। স্বামীর পেটে একদানা খাবার পড়েনি। কীভাবে খাবার পাঠাবেন ? কাকে দিয়ে পাঠাবেন ? সেখানে অনেক সাহাবী একসাথে পরিখা খনন করছেন।
ভাবতে ভাবতে একটা বুদ্ধি বের করলেন। মেয়েকে কাছে ডাকলেন।
অল্প খেজুর এক টুকরো কাপড়ে বেঁধে মেয়ের হাতে দিলেন।
বললেন, মা, শোন ! তুমি একটা কাজ করো। তোমার বাবা ও মামা রাসূলুল্লাহর (স) সাথে পরিখা খনন করছেন। ক'দিন ধরে একটা দানাও মুখে দেননি। ক্ষুধায় কাতর তাঁরা।
খেজুরের এ পুটলিটা তুমি তাদের দিয়ে এসো।
মায়ের নির্দেশে মেয়ে খেজুরের পুটলিটা নিয়ে খন্দকের দিকে
রওনা হলো।
সেখানে পৌঁছে বাবা আর মামাকে খুঁজতে লাগলো।
তার ধারণা অল্প কয়েক টুকরো খেজুর সকলের হবে না।
তাই গোপনে তার বাবা ও মামাকে দিয়ে আসবে।
যেন তারা চুপিচুপি খেয়ে নিতে পারেন।
আল্লাহর ইচ্ছা হলো অন্যরকম।
বাবা ও মামাকে খুঁজে পাওয়ার আগেই রাসূল (স) তাকে
দেখে ফেললেন।

www.pathagar.com

তিনি আদর করে কাছে ডাকলেন।
বললেন, এদিকে এসো মা ! তোমার কাছে কাপড়ে জড়ানো
ওগুলো কি ?
মেয়েটি বললো 'এগুলো খেজুর। বাবা ও মামার জন্য
মা পাঠিয়েছেন।'
তিনি বললেন, 'এগুলো আমাকে দাও।'
মেয়েটি খেজুরগুলো রাসূলের (স) হাতে দিয়ে দিলো।
তা এতো অল্প ছিল যে রাসূলের (স) মুঠো ভর্তি হলোনা।
তিনি সকলকে কাছে ডাকলেন। একটা দস্তরখান বিছাতে বললেন।
বিছানো হলে সেই অল্প খেজুরগুলো তাতে ছড়িয়ে দিলেন।
পরিখা খননকারীরা দস্তরখানের চারিদিকে জড়ো হতে লাগলেন।
তারপর খেজুর খাওয়া শুরু করলেন।
একদল খেয়ে উঠে যাচ্ছেন। আর এক দল এসে খেতে বসছেন।
এভাবেই সকলে পেটপুরে খেজুর খেলেন।
কিন্তু দস্তরখানের খেজুর আগের মতই রয়ে গেল। এতটুকুও
কমলো না।
এ এক অপূর্ব মু'যিযা । মহান শিক্ষা সকলের জন্য।
আল্লাহ যেন রাসূলের (স) মাধ্যমে রিযিকের বরকত দেখিয়ে দিলেন।
যাতে মুসলমানদের ঈমান আরো মজবুত হয়।
যেন আরও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারে।[১২]

www.pathagar.com

সূত্র

১ সূরা আল আলাক, তাফহীমুল কুরআন, মা'আরেফুল কুরআন সীরাতে সরওয়ারে আলম

২ সূরা আল মাউন, তাফহীমুল কুরআন, মা'আরেফুল কুরআন, সীরাতে সরওয়ারে আলম, আলামুন নুরওয়াহ গ্রন্থে আবুল হাসান আল মারওয়াদি বর্ণিত।

৩ সূরা আল-ফালাক, সূরা আন নাস, তাফহীমুল কুরআন

৪ বুখারী শরীফ -৩০৩

৫ বুখারী শরীফ -১৩৫৩

৬ বিশ্বনবীর মুযি'যা, লেখক-ওয়ালিদ আল আযামী। আ'মর থেকে ইয়াযিদ বিন যিয়াদ মুহম্মদ বিন কা'ব আল কারাজি'র উদ্বৃতি দিয়ে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন

৭ সীরাতে সরওয়ারে আলম

৮ বিশ্বনবীর মুযি'যা, লেখক-ওয়ালিদ আল আযামী। ইবনে ইসহাক ইসহাক বিন ইয়াসারের উদ্বৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন

৯ বিশ্বনবীর মু'যিযা, লেখক-ওয়ালিদ আল আযামী

১০ বিশ্বনবীর মু'যিযা, লেখক-ওয়ালিদ আল আযামী। আবদুর রহমান বিন মালিক বিন জা'শম থেকে ইবনে ইসহাক যাহরীর উদ্বৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন

১১ বিশ্বনবীর মু'যিযা, লেখক-ওয়ালিদ আল আযামী। ইবনে ইসহাক সাঈদ বিন মিনার ও জাবের (রা) বিন আব্দুল্লাহর উদ্বৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

১২ বিশ্বনবীর মু'যিযা, লেখক-ওয়ালিদ আল আযামী। সাঈদ বিন মিনার উদ্বৃতি দিয়ে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

শহীদ সিরাজীর মূল নাম মোঃ শহীদুল্লাহ। বাবা মোঃ সিরাজুল ইসলাম মা জাহানারা বেগম। জন্ম ১৯৫৯ সালের নভেম্বরে রাজশাহীর চারঘাট থানার মুংলী গ্রামে। সরদহ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও সরকারী এনএস কলেজ নাটোর থেকে এইচএসসি এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে কৃতিত্বের সাথে অনার্স মাস্টার্স শেষ করে ১৯৮৬ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এ অফিসার হিসাবে তিনি যোগদান করেন। কর্মজীবনে রাজশাহী শাখা ও ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে দীর্ঘদিন কর্মরত থাকার পর জামালপুরের যমুনা ফার্টিলাইজার তারাকান্দি শাখা, কিশোরগঞ্জ শাখা, সৈয়দপুর শাখা, কুষ্টিয়া শাখা, ঢাকার নিউমার্কেট শাখার ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর লোকাল অফিসে বিনিয়োগ বিভাগীয় প্রধান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। ব্যাংকের তিনি সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। বর্তমানে ফার্মগেট শাখায় ব্যবস্থাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কর্মজীবনে বিভিন্ন ব্যস্ততার মাঝেও তিনি দীর্ঘদিন ধরে কবিতা ছড়া ছোটগল্প লিখে আসছেন। তার লেখা জাতীয় দৈনিকসহ বেশ কিছু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে তার লেখা কাব্যগ্রন্থ ১. নিরন্তর নিসর্গে তুমি ২. তবুও ঘুমিয়ে আছি ৩. গল্প হলেও গল্প নয় ৪. এক হাতে যদি চাঁদ এনে দাও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ঃ ১. জীবন গড়ার গল্প ২. ছড়া পড়ো জীবন গড়ো ৩. আলোর শিশুরা ৪. দেশের কবিতা সময়ের কবিতা ৫. খোশবু এলো কোথা থেকে ৬. গল্প পড়ো জীবন গড়ো ৭. টুকরো হলো চাঁদ আকাশের ৮. কেমন ছিলেন খোদার রাসূল (স.)।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com